পাঁচ মিলিয়ন ডলার অনুদানে চালু হল গিনির বৃহত্তম মসজিদ

সারে-জমিন

অঙ্গনওয়াড়ির খিচুড়ি খেয়ে অসুস্থ তিন শিশু

রূপসী বাংলা

বাইডেনের মায়ানমার নীতি ভারতকে বিপদে ফেলছে

সম্পাদকীয়

মজহাব নিয়ে বিবাদ বন্ধ হোক: সিদ্দিকুল্লাহ

সাধারণ

আইপিএলের নিলামে টি-টোয়েন্টির সেরা বোলার আদিল রশিদ

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শুক্রবার
২২ ডিসেম্বর, ২০২৩
৫ পৌষ ১৪৩০
৮ জমাদিউস সানি, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 18 ■ Issue: 344 ■ Daily APONZONE ■ 22 December 2023 ■ Friday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

দেশের সেরার তালিকায় শ্রীরামপুর থানা

আপনজন ডেস্ক: এবার দেশের অন্যতম সেরা থানার শিরোপা পেল হুগলির শ্রীরামপুর থানা। এর আগে একশো দিনের কাজ থেকে শুরু করে কন্যাশ্রী, দুয়ারে সরকার সহ বাংলায় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের একাধিক প্রকল্প দেশের সেরার স্বীকৃতি পেয়েছে। এবার তাতে নতুন পালক যোগ হল হুগলির চন্দননগর কমিশনারেটের শ্রীরামপুর থানা। দেশের তিন সেরা থানার অন্যতম শ্রীরামপুর থানা। বৃহস্পতিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় এই খবর জানিয়েছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই কৃতিত্বে রাজ্য পুলিশকে অভিনন্দনও জানান পুলিশমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোশাল মিডিয়ায় মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, ‘এই ঘোষণা করতে পেরে গর্বিত যে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, আমাদের শ্রীরামপুর থানা-কে (চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেট) ২০২৩ সালের জন্য গোটা দেশের সেরা তিনটি থানার মধ্যে একটি হিসাবে নির্বাচিত করেছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ২০২৪ সালের ৫ জানুয়ারি নিজে আমাদের সংশ্লিষ্ট অফিসারের কাছে ট্রফি তুলে দেবেন। জাতীয়স্তরে আমাদের অনবদ্য নজিরের জন্য সকল পুলিশ ভাইদের ধন্যবাদ। জয় বাংলা।’

তেলেঙ্গানায় তবলিগি ইজতেমা নিষিদ্ধের আর্জি বজরং দলের

আপনজন ডেস্ক: রাজ্যের বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ৬ থেকে ৮ জানুয়ারি ভিকারাবাদ জেলায় তিন দিনব্যাপী তবলিগ জামাতের সভা বন্ধ করার অঙ্গীকার করেছে। তেলেঙ্গানা সরকারের সংখ্যালঘু কল্যাণ দফতরের অধীনস্ত তেলেঙ্গানা স্টেট ওয়াকফ বোর্ড গত ৩ ডিসেম্বর ক্ষমতায় আসার পর তবলিগ জামাতের আসন্ন তিন দিনের সমাবেশের জন্য ২,৪৫,৯৩,৮৪৭ টাকার বাজেট অনুমোদন করেছে। বৃহস্পতিবার, ২১ শে ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এই কর্মসূচি বাতিলের দাবি জানিয়েছে। বিশ্ব বিন্দু পরিষদ তবলিগ জামাতের বিরুদ্ধে জোরপূর্বক ধর্মান্তর, লাভ জিহাদ এবং সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি করার অভিযোগ তুল বলেছে, এই সংগঠনের জন্য তহবিল অনুমোদন রাজ্য সরকারের “রাষ্ট্রদ্রোহমূলক কাজ”-এর শামিল। উল্লেখ্য, তবলিগি জামাত একটি নিখাত অরাজনৈতিক ইসলামি ধর্মীয় সংগঠন। তবলিগ জামাত ইহ জগতের কাজ থেকে বিরত থেকে পারলৌকিক পুণ্য লাভের দিশা দেখাতে ইসলামের বাণী প্রচার করে থাকে। সেই সঙ্গে শুধুমাত্র মুসলিমদেরকেই ইসলাম অনুসারী হওয়ার আহ্বান জানিয়ে থাকে। সেই তবলিগি জামাতের বিরুদ্ধে ভিএইচপির তেলেঙ্গানা সভাপতি সুরেন্দর রেড্ডি, পান্ডারীনাথ, প্রচারপ্রামিক পাগুদাকুলা বালাস্বামী এবং বজরং দলের রাজ্য আহ্বায়ক শিব রামুলু বৃহস্পতিবার একটি বিবৃতি জারি করেছেন। তাতে দাবি করেছেন, আগামী তবলিগ জামাতের তিনদিনের ইজতেমা বন্ধের বিষয়ে পুলিশ কর্তৃপক্ষের প্রতিক্রিয়া জানানো উচিত এবং অবিলম্বে সভার অনুমতি বাতিল ও নিষিদ্ধ করা উচিত। অন্যথায়, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং বজরং দল বৃহত্তর আকারে আন্দোলন কর্মসূচি গ্রহণ করবে বলেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডির বিরুদ্ধে এই কর্মসূচির প্রতি সহানুভূতি দেখানোর অভিযোগ এনে ভিএইচপি দাবি করেছে, কংগ্রেসের শাসনামলে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ প্রসারিত হচ্ছে। ভিএইচপি ও বজরং দলের যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ইসলাম প্রচার এবং ধর্মান্তরের মতো কর্মসূচির জন্য প্রশিক্ষণ দানকারী তবলিগ জামাত সংগঠনকে আড়াই কোটি টাকা বরাদ্দ করা রাজ্য সরকারের পক্ষে ঠিক কাজ হয়নি। ভিএইচপি নেতারা, রাজ্য সভাপতি সম্পাদক সুরেন্দর রেড্ডি, পান্ডারীনাথ এবং প্রচারপ্রামিক পাগুদাকুলা বালাস্বামী জানিয়েছেন, তারা তহবিল অনুদানের বিরুদ্ধে রাজ্যের রাজ্যপাল, হাইকোর্ট এবং ডিজিপির কাছে যাবেন।

উল্লেখ্য, আগামী ৬, ৭ ও ৮ জানুয়ারি তেলেঙ্গানার ভিকারাবাদ জেলার নিয়ামত নগরের পরতি মণ্ডলে তবলিগ জামাতের তিনদিনের ইজতেমা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। এই ইজতেমায় তেলেঙ্গানা ছাড়াও অন্য রাজ্য থেকে তবলিগি জামাতের মুসল্লিরা যোগ দেবেন। এমনকী বিদেশ থেকেও তবলিগি জামাতের সদস্যরা যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই এই ইজতেমা উপলক্ষে বেশ কয়েক লক্ষ মানুষের সমাগম হবে। এত বিপুল সংখ্যক মানুষের একসঙ্গে জমায়েতের ফলে যাতে কোনও সমস্যার সম্মুখীন হতে না হয় তার জন্য দূরীকরণে তেলেঙ্গানা সরকারে ওয়াকফ বোর্ড তাদের তহবিল আড়াই কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। তবে, ওয়াকফ বোর্ড এই টাকা তবলিগি ইজতেমায় পরিষেবার জন্য রাজ্য সরকারের মাধ্যমে বিভিন্ন দফতরের জন্য বরাদ্দ করা হয়। এ ব্যাপারে গত ১৩ ডিসেম্বর তেলেঙ্গানা সরকারে সংখ্যালঘু কল্যাণ দফতর এক নির্দেশে এই অর্থ বরাদ্দের কথা জানায়। ওই বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয় এই বরাদ্দ টাকা

তেলেঙ্গানা ওয়াকফ বোর্ড থেকে প্রাপ্ত। বরাদ্দের বিবরণ হিসেবে পানীয় জলের জন্য ৮৫ লক্ষ, অস্থায়ী পাইপ লাইনের জন্য ৬৮লক্ষ, রাস্তা মেরামত ও পার্কিংয়ের জন্য ৪০ লক্ষ, বিদ্যুতের জন্য ৪৮, ৩৫, ৮৪৭ টাকা, পরিবহণের জন্য ৫৮ হাজার টাকা খরচের কথা বলা হয়েছে। আর তবলিগি জামাতের ইজতেমার জন্য তেলেঙ্গানা সরকারের বরাদ্দ নিয়েই আপত্তি বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরং দলের। যদিও, বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশ সরকার কুম্ভ মেলার জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দের বিষয়ে কোনও মুখ খোলেনি। উল্লেখ্য, উত্তরপ্রদেশ সরকার তাদের বাজেট মহাকুম্ভ মেলা ২০২৫-এর প্রস্তুতির জন্য ২,৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে ছিল ৬২১.৫৫ কোটি টাকা। প্রতি ১২ বছর পর পর এই ধর্মীয় মেলা অনুষ্ঠিত হয়। যোগী সরকারের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, অযোধ্যায় রাস্তা প্রশস্ত ও সৌন্দর্যবর্ধনের জন্যও ১০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

কেন্দ্রই নিয়োগ করবে নির্বাচন কমিশনার

আপনজন ডেস্ক: জাতীয় নির্বাচন কমিশনের (ইসি) নিযুক্তি থেকে পুরোপুরি ছেঁটে ফেলা হল সুপ্রিম কোর্টকে। মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার ও দুই নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের দায়িত্ব হাতে নিল বিজেপি শাসিত কেন্দ্রীয় সরকার। এ-সংক্রান্ত বিল বৃহস্পতিবার বিরোধী সংসদ সদস্র লোকসভায় পাস হল। এই বিল আগেই রাজ্যসভায় পাস হয়েছিল। রাষ্ট্রপতির সইয়ের পর তা নতুন আইন হিসেবে গণ্য হবে। এই আইন বলবৎ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের নির্বাচন কমিশন তার নিরপেক্ষতা পুরোপুরি হারিয়ে ফেলবে বলে বিরোধীদের অভিমত। উল্লেখ্য, এতদিন দেশের নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের ভার বরাবরই সরকারের হাতে ছিল। সরকারও নিজের পছন্দমতো কর্তা নিয়োগ করত। এক সদস্যের কমিশন থেকে ক্রমেই তা তিন সদস্যের কমিশন হয়। একজন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ও দুজন নির্বাচন কমিশনার এখন দায়িত্ব পালন করেন। কমিশনারদের নিয়োগের কোনো আইন না থাকায় সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপে প্রধানমন্ত্রী, লোকসভার বিরোধী দলের নেতা ও সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি মিলে নিয়োগ করতে থাকেন কমিশনারদের । সুপ্রিম কোর্ট এ বছর এক মামলায় আইন তৈরির ওপর জোর দেন। বিল পাস হওয়ার পর মুখ্য নির্বাচন কমিশনার নিযোগে সুপ্রিম কোর্টের আর কোনো ভূমিকাই থাকবে না।

সরকারি কর্মীদের ৪% ডিএ বৃদ্ধি জানুয়ারি থেকে, ঘোষণা মমতার

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বৃহস্পতিবার ঘোষণা করেছেন যে তাঁর সরকার নববর্ষের দিন থেকে সমস্ত কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) চার শতাংশ বৃদ্ধি করবে। কলকাতার পার্ক স্ট্রিটএলাকার অ্যালেন পার্কে কলকাতা ক্রিসমাস কার্নিভাল ২০২৩-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এই ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, ‘আমি ঘোষণা করছি যে ১৪ লক্ষ রাজ্য সরকারি কর্মচারী, সমস্ত স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও নন-টিচিং কর্মী এবং সমস্ত সংবিধিবদ্ধ সংস্থার কর্মচারী, প্যারাস্ট্যাটাল ও পেনশনভোগীরা ২০২৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে আরও ৪ শতাংশ ডিএ পাবেন। কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য ডিএ বিধান বাধ্যতামূলক এবং এটি রাজ্যের জন্য “ঐচ্ছিক” উল্লেখ করে মমতা বলেন, ডিএ বৃদ্ধির জন্য তার সরকারকে অতিরিক্ত ২,৪০০ কোটি টাকা ব্যয় বহন করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, আমাদের জন্য ডিএ বাধ্যতামূলক নয়, ঐচ্ছিক। তাদের কথা বিবেচনা করে আমরা এই ৪ শতাংশ ডিএ বৃদ্ধি করছি। এই চার শতাংশ ডিএ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ডিএ প্রাপ্য হল ১০%।

পশ্চিমবঙ্গের সরকারি কর্মচারীরা ডিএ বৃদ্ধির দাবিতে প্রায় এক বছর ধরে আন্দোলন করছেন।তারা ডিএ নিয়মিতকরণ ও এটিকে তাদের কেন্দ্রীয় সরকারের সমকক্ষ করার ও দাবি জানিয়েছে। ৪ শতাংশ বৃদ্ধির ফলে ফলে কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের মহার্ঘ ভাতার ফারাক রইল ৩৬ শতাংশ। কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরা বর্তমানে ডিএ পান ৪৬ শতাংশ হারে।

তবে মুখ্যমন্ত্রীর এই মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধির ঘোষণায় ডিএ বৃদ্ধির দাবিতে দীর্ঘ দিন ধরে আন্দোলনরত রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের সংগঠন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের কর্তারা খুশি নন। তাদের দাবি, কেন্দ্রীয় সরকারের সমতুল মহার্ঘ ভাতা চাই। এ ব্যাপারে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের তরফে বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ডিএ-তে কেন্দ্র-রাজ্য ব্যবধান ৪০ শতাশ। ৪ শতাংশ ঘোষণা করা হয়েছে। তাদের প্রশ্ন এককের ঘরের শূন্যটা কোথায় গেল? শূন্রটাকে বাম দিকে না বসিয়ে চার এর ডান দিকে বসান। আমরা কিন্তু ভিক্ষা চাইছি না।

Al-Ameen Mission

A socio-academic Institution with a difference

Al-Ameen Mission 37 Years in service to the society

English Medium : Session 2024-25

Admission to class V-IX & XI Sc. (Boys & Girls)

■ Online Form Fill-up is going on

■ Admission Test : 7 January 2024

Last date of submission of Form
25 December 2023

Website: www.alameenmission.org

Success in 12th Std. Exam 2022

	Appeared	90%	80%	70%
WBCHSE	2028	230	1373	1899
CBSE	65	7	26	47
Total	**2093**	**237**	**1399**	**1946**

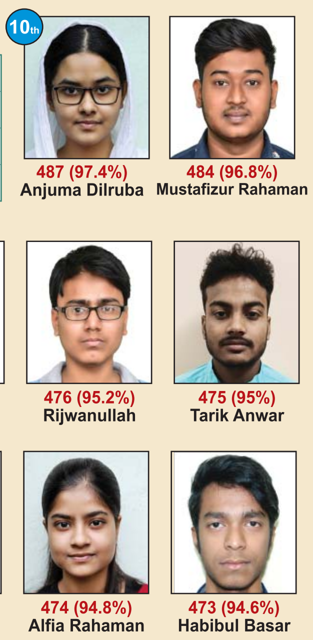

10th
487 (97.4%) Anjuma Dilruba
484 (96.8%) Mustafizur Rahaman
481 (96.2%) Sabnur Khatun
480 (96%) Samim Mondal
476 (95.2%) Nadim Salman
476 (95.2%) Rijwanullah
475 (95%) Tarik Anwar
475 (95%) Safiul Islam
475 (95%) Marufa Khatun
474 (94.8%) Sohel Rana
474 (94.8%) Alfia Rahaman
473 (94.6%) Habibul Basar

Success in 10th Std Exam 2023

Board	Appeared	90%	80%	70%
WBSE	1963	409	1291	1736
CBSE	207	37	118	168
TBSE	13	1	5	11
Total	**2183**	**447**	**1414**	**1915**

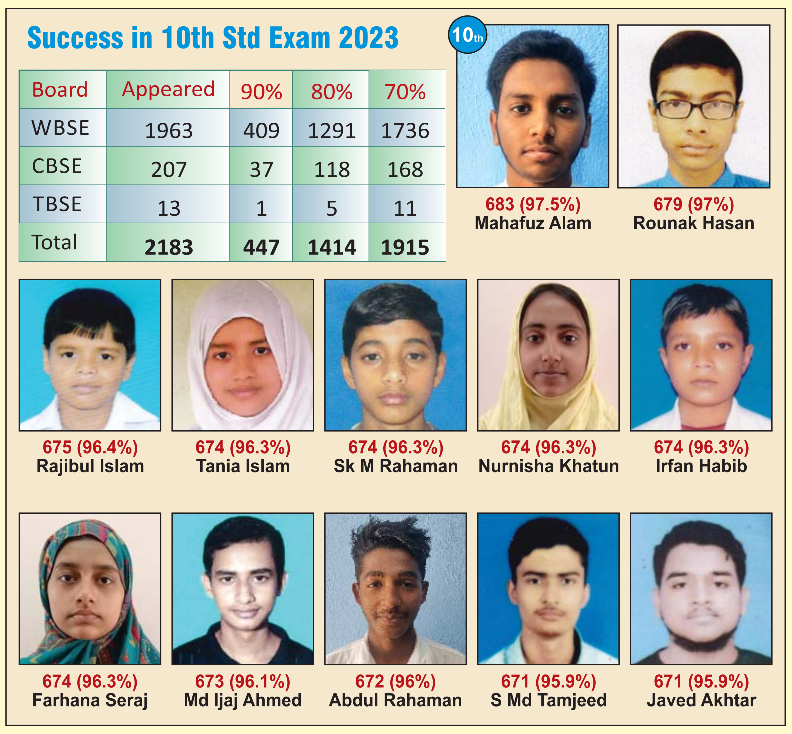

10th
683 (97.5%) Mahafuz Alam
679 (97%) Rounak Hasan
675 (96.4%) Rajibul Islam
674 (96.3%) Tania Islam
674 (96.3%) Sk M Rahaman
674 (96.3%) Nurnisha Khatun
674 (96.3%) Irfan Habib
674 (96.3%) Farhana Seraj
673 (96.1%) Md Ijaj Ahmed
672 (96%) Abdul Rahaman
671 (95.9%) S Md Tamjeed
671 (95.9%) Javed Akhtar

CAMPUS LOCATION

Milonmore, Darjeeling (Boys)
Siliguri, Jalpaiguri (Girls)
Narayanpur, Malda (Boys)
Lalbagh, Murshidabad (Boys)
Chinpai, Suri, Birbhum (Boys & Girls)
Memari, Burdwan (Girls)
Santragachi, Howrah (Girls)
Kharagpur, W Midnapore (Boys)
Budge Budge, S 24 Pgs. (Boys)
Indore, Madhya Pradesh (Boys)

Outstanding Result in NEET-UG (Last 3 years)

Year	Marks 600 & above	Marks 590 & above	Marks 580 & above	Marks 570 & above	Marks 560 & above	Marks 550 & above
2023	275	349	427	502	569	627
2022	231	309	374	433	505	550
2021	140	189	235	294	350	408

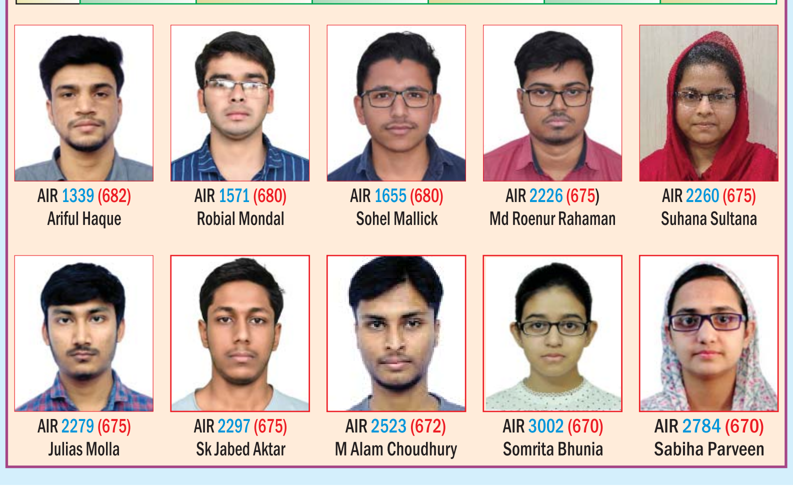

AIR 1339 (682) Ariful Haque
AIR 1571 (680) Robial Mondal
AIR 1655 (680) Sohel Mallick
AIR 2226 (675) Md Roenur Rahaman
AIR 2260 (675) Suhana Sultana
AIR 2279 (675) Julias Molla
AIR 2297 (675) Sk Jabed Aktar
AIR 2523 (672) M Alam Choudhury
AIR 3002 (670) Somrita Bhunia
AIR 2784 (670) Sabiha Parveen

Regd. Office: Khalatpur, Udaynarayanpur, Howrah Central Office: D J 4/9, New Town, Kolkata 700 156
City Office: 53B Elliot Road, Kolkata 700 016, Mobile: 74790 20043/ 59/ 66/ 76/ 79

Website: www.alameenmission.org
E-mail: alameenmission@yahoo.com

প্রথম নজর

জামিয়াতুল আইম্মার ব্লক সম্মেলন খণ্ডঘোষে

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: সেহারা বাজার রহমানিয়া আল আমিন মিশন ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হল জামিয়াতুল আইম্মা অল উলামার খণ্ডঘোষ ব্লক সম্মেলন। উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আলেম নাসির উদ্দিন চাঁদপুরী, দারুল উলুম দেওবন্দের বিখ্যাত আলেম মুফতি সাইফুল্লাহ কাসেমী যিনি বর্তমান দারুল উলুম সেহারা বাজারের শিক্ষক । ছিলেন সেহারা বাজার রহমানিয়া ওয়েল ফেয়ার ট্রাস্টের সম্পাদক হাজী কুতুব উদ্দিন, জেলা ইমাম হাফেজ শামসের, ব্লক ইমাম সংগঠনের সম্পাদক হাফেজ মোল্লা সদরুল আলম । খন্ডঘোষের সমস্ত ইমামরা উপস্থিত হয়েছিলেন । এই সম্মেলনে মুফতি নাসির উদ্দিন চাঁদপুরী বলেন বর্তমান যুগের একটা বড় ফেতনা হচ্ছে মোবাইল এ মোবাইলের মাধ্যমে সমস্ত রকম অশান্তি মানুষকে গ্রাস করে নিচ্ছে। এর সঠিকভাবে ব্যবহার করতে না পারলে আগামী দিনে আরো বিপর্যয় নেমে আসবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন ইমামদেরকে শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তা দিতে হবে এবং প্রত্যেকের সঙ্গে সহবস্থানে থাকতে হবে, প্রত্যেকে নিজের নিজের ধর্ম পালন করবে। সেই জন্য ইমামদেরকে আরো কাজ করতে হবে।

অশোকনগর থানার স্বাস্থ্য শিবির

এম মেহেদী সানি ● অশোকনগর

আপনজন: অশোকনগর থানার উদ্যোগে বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হলো স্বাস্থ্য শিবির। ওই সংস্থার পক্ষ থেকে এ দিন চক্ষু, সুগার, রক্তচাপ প্রভৃতি পরীক্ষা করা হয়। পুলিশ কর্মীদের স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখেই এমনই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে অশোকনগর থানার পক্ষ থেকে। ওই স্বাস্থ্য শিবিরে অশোকনগর থানার সিভিক সহ পুলিশ কর্মীরা চক্ষু, সুগার, রক্তচাপ প্রভৃতি পরীক্ষা করান। অশোকনগর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক রাখোহরি ঘোষকেও এ দিন চক্ষু পরীক্ষা করাতে দেখা যায়।

শরৎচন্দ্রের জন্মভিটের সংস্কার শুরুর শিলান্যাস মুখ্যমন্ত্রীর

জিয়াউল হক ● চুঁচুড়া

আপনজন: ব্যান্ডেল দেবানন্দপুর গ্রামের শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর জন্মভিটের সংস্কার ও উন্নতিকরণ প্রকল্পের শিলান্যাস করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। ব্যান্ডেল দেবানন্দপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন অমর কথা শিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এই গ্রামেই তার পৈত্রিক ভিটে রয়েছে। শরৎচন্দ্রের ছোটবেলা তার এই দেবানন্দপুর গ্রামেই কেটে যায়। দেবানন্দপুর এ রয়েছে শরৎচন্দ্রের পৈত্রিক ভিটে, শরৎচন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার, শরৎচন্দ্রের নামাঙ্কিত সেমিনার হল এমনকি ছোটবেলায় যে পাঠশালায় পড়াশোনা করেছিলেন সেই প্যারী পন্ডিতের পাঠশালাও রয়েছে। তবে তা আজ ভগ্নদশায় পরিণত হয়েছে। দেবানন্দপুর গ্রামবাসীর পক্ষ থেকে দীর্ঘদিনের দাবি ছিল এই দেবানন্দপুর গ্রামকে পর্যটন মানচিত্রে যোগ করা হোক। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন দপ্তরের পক্ষ থেকে সম্প্রতি এই দেবানন্দপুর কে পর্যটন মানচিত্রে যোগ যোগ করা হয়েছে। এর পরেই পর্যটন দপ্তরের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এই শরৎচন্দ্রের দেবানন্দপুর গ্রাম কে বিভিন্নভাবে সাজিয়ে তোলা হবে। তার জন্য এক কোটি দশ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে পর্যটন দপ্তরের পক্ষ থেকে। সেই টাকা দিয়ে প্রথম পর্যায়ে শরৎচন্দ্র স্মৃতি মন্দির তার পৈত্রিক ভিটে ও সেমিনার হলটিকে সারিয়ে তোলা হবে। এদিন কলকাতায় বড়দিনের একটি অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় ভার্চুয়ালের মাধ্যমে তার শিলান্যাস করলেন। এদিন দেবানন্দপুরে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না, হুগলির জেলাশাসক মুক্তা আর্য্য, চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের পুলিশ কমিশনার অমিত প্রসাদ জাভালগী প্রমুখ।

সদ্য তৈরি পিচ রাস্তায় ডিজেল ছড়াল দুষ্কৃতীরা

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: সদ্য তৈরি হওয়া পিচ রাস্তার উপর গভীর রাতে ডিজেল ছড়ালো দুষ্কৃতীরা। লালগোলা ব্লকের শালিকা থেকে বাগচীর মাঠ পর্যন্ত পাঁচ কিলোমিটার পথশ্রী প্রকল্পের পিচ রাস্তা তৈরীর কাজ শুরু হয় সপ্তাহ খানেক আগে। তার মধ্যে বেশ কিছুটা রাস্তা তৈরি করা হয়েছে ইতিমধ্যে। বিরামপুর বাউসি এলাকায় সপ্তাহ খানেক আগে সদ্য তৈরি হওয়া ওই রাস্তার উপর বুধবার গভীর রাতে দুষ্কৃতীরা ডিজেল জাতীয় জ্বালানি তেল ছড়িয়ে দেয়। প্রায় দেড় কিলোমিটার রাস্তা জুড়ে সেই ডিজেল ছড়ানো হয় বলে অভিযোগ। ডিজেল বা জ্বালানি জাতীয় তেল পিচের সঙ্গে মিশলে পিচ তার নিজস্ব ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। যার ফলে যে সমস্ত জায়গায় ডিজেল ছড়ানো হয়েছে সেখানে একটু ঘষা পড়তেই উঠে আসছে পিচ।
বৃহস্পতিবার সকালে সেই দৃশ্য দেখে গ্রামবাসীরা খবর দেয় কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদারকে। ওই রাস্তার কাজের ঠিকাদার তার প্রতিনিধি নিয়ে সেখানে যায় এবং দেখতে পায় সেই দৃশ্য।
ঠিকাদার পক্ষের অভিযোগ, ওই রাস্তার কাজ শুরু হওয়ার পর থেকেই স্থানীয় কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি ঠিকাদারের সঙ্গে দেখা করার জন্য ঠিকাদারকে ডাকে। কিন্তু ঠিকাদার না যেতে চাওয়ায় ওই প্রভাবশালী ব্যাক্তিরাই এই ঘটনা ঘটিয়েছে বলে অনুমান তাদের। ইতিমধ্যে স্থানীয় লালগোলার বিডিও এবং লালগোলা থানায় বিষয়টি জানানো হয়েছে।
স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, 'সকালে আমরা চা খেতে যাওয়ার সময় দেখতে পায় রাস্তার উপর ডিজেল জাতীয় তেল ছড়ানো রয়েছে। প্রথমে ভেবেছিলাম কিছুটা জায়গায় হয়তো তেল পড়েছে পরে দেখলাম দেড় কিলোমিটার রাস্তা জুড়ে সেই তেল ছড়ানো রয়েছে।'
দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদার পিরু সেখ বলেন, 'এই ঘটনা জানতে পারার পর আমি স্থানীয় প্রশাসনকে জানিয়েছি বিষয়টি এবং এর সঠিক তদন্ত করার জন্য আবেদন রেখেছি। সরকারি সম্পত্তি এভাবে যারা নষ্ট করেছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিক প্রশাসন।'

বিধায়ক বায়রনের স্কুল, অফিস, বাড়িতে রাতভর আয়কর হানা

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: সকাল থেকে রাত। প্রায় ১৯ ঘন্টা পর্যন্ত আয়কর হানা চললো মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদিঘী বিধানসভার বিধায়ক বায়রন বিশ্বাসের বাড়িতে। আয়কর হানার মাঝেই বাইরে বেরিয়ে এসে সাংবাদিকদের সামনে কান্নায় ভেঙে পড়েন বিধায়ক বায়রন বিশ্বাস এর বাবা শিল্পপতি বাবর বিশ্বাস। ছেলে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার বলেও দাবি করেন তিনি। উল্লেখ্য, বুধবার সকাল ৬ টা থেকে সাগরদিঘী বিধানসভার বিধায়ক বায়রন বিশ্বাসের বাড়ি, গোডাউন, হাসপাতাল, স্কুল সহ একাধিক জায়গায় হঠাৎ হানা দেয় আয়কর দপ্তরের। বিশাল গাড়ি বহর নিয়ে রঘুনাথগঞ্জের মঙ্গলজোনে বায়রন বিশ্বাসের গোডাউন, ওটু পাবলিক স্কুল, সুতির বংশবাটিতে নির্মীয়মান কেমিক্যাল ফ্যাক্টরি, সামশেরগঞ্জের পাকুর রোড এলাকায় ওটু হাসপাতাল, ধুলিয়ান বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন বাইরণ বিশ্বাসের বাড়ি ও নতুন ডাকবাংলা এলাকায় ওটু চায়ের ফ্যাক্টরি, বাড়ি ও বিড়ি কারখানাতে হানা দেয় আয়কর দপ্তর। কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে নিরাপত্তার চাদরে ঘিরে ফেলা হয় বায়রন বিশ্বাসের বাড়ি, হাসপাতাল। তারপরই শুরু হয় তল্লাশি অভিযান। এদিকে সকাল সকাল আয়কর দপ্তরের হানা ঘিরে রীতিমতো শোরগোল সৃষ্টি হয়েছে জঙ্গিপুর মহকুমা জুড়ে। এদিন সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে বিধায়ক বায়রন বিশ্বাসের বাবা বাবর আলী জানান, আমরা ব্যবসা করি সাধারণ মানুষের সহযোগিতা করি। অনেক মানুষকে বিনামূল্যে চিকিৎসা থেকে শুরু করে পড়াশোনা করিয়ে থাকি।কেন এই নজরদারি তা আমাদের জানা নেই। তিনি রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়েছেন বলেও দাবি করেন। যদিও বিধায়ক বায়রন বিশ্বাসের কোনো রকম প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। এদিকে লাগাতার তল্লাশি অভিযানে মোট ৭০ লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়েছে বলেই আয়কর দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে।

মৃত শিক্ষক রাজিন্দারের সৎকার নিয়ে তিন স্ত্রীর মধ্যে বাদানুবাদ

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন:মৃত শিক্ষকের দেহ কে নিয়ে যাবে? সামসেরগঞ্জের কোহেতপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক শিক্ষকের মৃত্যুর পর তার মৃতদেহ নিয়ে তিন স্ত্রীর বাদানুবাদ। রাতভোর চললো কথা কাটাকাটি। অবশেষে পুলিশের হস্তক্ষেপে সকালে মিললো সুরাহা। বৃহস্পতিবারই সকালেই সামশেরগঞ্জের রতনপুর স্টেশন মোড় এলাকা থেকে বিহারের মধুবনী জেলার বলরামপুর থানা এলাকায় প্রথম পক্ষের স্ত্রীর কাছে নিয়ে যাওয়া হলো শিক্ষক রাজিন্দর মাহাতোর মৃতদেহ। রাতভোর নাটকীয় কাণ্ড এবং সকালেও এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় মুর্শিদাবাদের সামসেরগঞ্জ থানার রতনপুর স্টেশন মোড় এলাকায়। মৃত ওই শিক্ষকের নামে রাজিন্দর মাহাত (৫৮)। পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বিহার রাজ্যের মধুবনী জেলার বলরামপুর থানা এলাকার শিক্ষক রাজিন্দর মাহাত। প্রায় ৩০ বছর ধরে সামশেরগঞ্জের কোহেতপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন তিনি। ওই শিক্ষকের তিনজন স্ত্রী বলেই দাবি পরিবারের। প্রথম পক্ষের স্ত্রী সঙ্গীতা মাহাতোর বাড়ি বিহার রাজ্যের মধুবনি জেলার জঞ্জারপুর। তাদের এক মেয়ে এবং দুই ছেলেও রয়েছে। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ডলি মাহাতোর বাড়ি মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের বাসুদেবপুর। তারও এক সন্তান রয়েছে। পাশাপাশি বছর কয়েক আগে সামশেরগঞ্জ ব্লকেরই ঘোষপাড়ার বন্দনা সাহা নামে আরো একজনকে বিবাহ করেন তিনি। প্রথম দুই স্ত্রীর সঙ্গে না থাকলেও ছোট স্ত্রী বন্দনা সাহা মাহাতোকে নিয়েই সামশেরগঞ্জের রতনপুর স্টেশন মোড় এলাকায় একটি বাড়িতে ভাড়া থাকতেন শিক্ষক রাজেন্দর মাহাতো। হঠাৎ বেশ কিছুদিন ধরে অসুস্থ থাকার পর বুধবার সন্ধ্যা নাগাদ মারা যান শিক্ষক রাজিন্দর মাহাতো। তারপরই শুরু হয় আসল রহস্য। দীর্ঘদিন ধরে স্বামীর সঙ্গে আলাদা থাকলেও মৃত্যুর খবর পেয়েই ছুটে আসেন অন্য স্ত্রীরা। সম্পত্তির ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে দ্বিতীয় স্ত্রীর সঙ্গে ছোট স্ত্রীর বচসা বাঁধে। তাকে সবকিছু লিখে দিয়েছে বলেও দাবি করেন ছোট স্ত্রী। যদিও ছোটকির সেই দাবি মানতে নারাজ দ্বিতীয় স্ত্রী। খবর পেয়ে রাতেই বিহার থেকে ছুটে আসেন বড় স্ত্রীও। মৃত শিক্ষকের প্রকৃত ওয়ারিশ কে হবেন? প্রথম, দ্বিতীয় নাকি তৃতীয় স্ত্রী? কে নিয়ে যাবেন তার মৃতদেহ? সম্পত্তির ভাগ বাটোয়ারাই বা কি হবে? তিন স্ত্রীর এই বচসা থানা পর্যন্ত গড়ায়। অবশেষে থানার হস্তক্ষেপে মৃত শিক্ষকের মা সহ পরিবারের আবেদনে বিহারের মধুবনীর বলরামপুর থানা এলাকায় নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

ডুমুরজলার বস্তি পরিদর্শন ফিরহাদের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: সোমবার সন্ধ্যায় হাওড়ার ডুমুরজলার ড্রেনেজ ক্যানেল রোডের বস্তিতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা নিয়ে বুধবার দুপুরে ঘটনাস্থলে পরিদর্শনে আসেন পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশমতো এখানে এসেছি যাতে কাজ চালু করে দেওয়া যায়। ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের তরফ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার পিছু ১৫ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। মন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সঙ্গে কথা বলছেন। তাঁদের অ্যাকাউন্ট নম্বর সংগ্রহের পর সেই টাকা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠানো হবে। এছাড়াও আমরা পুরসভার তরফ থেকে এদের জন্য রড এবং টিনের ছাউনি দেওয়া ঘর তৈরি করে দিচ্ছি। আশা করা হচ্ছে জানুয়ারির ১৫ তারিখের মধ্যে সেই কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। পুরসভাকে এক সপ্তাহের জন্য সময় দিয়েছি।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

সম্পত্তি বিবাদ নিয়ে ভাইকে ইট দিয়ে খুন

নকীব উদ্দিন গাজী ● কাকাদ্বীপ

আপনজন: দাদার মাথায় ইট দিয়ে থেঁতলে খুন করল ভাই। ঘটনাটি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার কাকদ্বীপ থানার কালিনগর এলাকায়। পারিবার সূত্রে জানা যায় জায়গা সম্পত্তি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে দুই ভাইয়ের মধ্যে গন্ডগোল চলছিল, বুধবার রাত্রে দুই ভাইয়ের মধ্যে আবার গন্ডগোল শুরু হয় বড় ভাই মতিলাল দাস এই বিষয় নিয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত কে জানাতে গেলে তখনই পেছন দিক থেকে ইট দিয়ে মাথায় আঘাত করতে থাকে অভিযুক্ত ভাই মোহনল দাস তড়িঘড়ি করে তাকে হসপিটাল নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। পরবর্তী সময় অভিযুক্ত ভাই থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করে। তবে এই ঘটনায় রীতিমতন চাঞ্চল্য ছাড়া এলাকায়। গ্রেপ্তার করা হয়েছে মোহনদাসকে।

অঙ্গনওয়াড়ির খিচুড়ি খেয়ে অসুস্থ তিন শিশু

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নদিয়ার বাগআঁচড়া পঞ্চায়েতের বেলের মাঠ ২৪৯ নাম্বার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে খিচুড়ি খেয়ে অসুস্থ তিন শিশু, বিষাক্ত পোকা সহ খিচুড়ির বাটির হাতে নিয়ে বিক্ষোভ অভিভাবিকা দের। ওই কেন্দ্রের প্রায় প্রত্যেক শিশুর অভিভাবক অভিভাবিকা দের দাবি শিক্ষিকা চম্পা পাল এবং সহকারী শিক্ষিকা দুর্গা বর্মন দুজনে একসাথে উপস্থিত হওয়ার না কোনদিন ,নিজেদের মধ্যে অলিখিত ছুটি নিয়ে কোনমতে চালান আইসিডিএস কেন্দ্র । সকাল আটটায় পড়াশোনা আরম্ভ হওয়ার কথা থাকলেও শিক্ষিকা উপস্থিত হন নটা কিংবা সাড়ে নটা এরপর রান্নার আয়োজন তারপরে রান্না করে সাড়ে দশটার মধ্যে বাড়ি পড়াশুনো উঠেছে শিকেয়।এভাবেই চলছে দিনের পর দিন।এর আগেও একাধিকবার শিশুদের খাদ্যে কখনো পোকামাকড় মশা মাছি এ ধরনের বিষাক্ত বিষয় থাকার জন্য বিষক্রিয়ায় অসুস্থ হয়েছে শিশু তবে এবার বুধবার দেওয়া খিচুড়ি খেয়ে তিন শিশু অসুস্থ। তাদের বমি এবং পায়খানা শুরু হয়েছে গতকাল সকালে ওই খিচুড়ি খাওয়ার পর। এরপর শিশুদের চিকিৎসা করিয়ে বৃহস্পতিবার সকালে খিচুড়ির পোকা ধরা ওই বাটি নিয়ে বিক্ষোভ দেখান অভিভাবকরা।
যদিও শিক্ষিকার সাফাই বাচ্চাদের বিদ্যালয়ে না পাঠালে পড়াশোনা করানো সম্ভব নয় অন্যদিকে অভিভাবকরা বলেন একদিকে নিম্নমানের খাবার অন্যদিকে দু'জন একসাথে বিদ্যালয়ে না আসা এবং পঠন-পাঠন না পেয়েই তাদের এই অনীহা। ৩ বাচ্চা অসুস্থ প্রসঙ্গে শিক্ষিকা জানান তাকে কেউ ফোন করে জানায়নি।অসুস্থ বাচ্চার মা সান্তনা বিশ্বাস।স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা, ওই অঞ্চলের পঞ্চায়েত সদস্যা রিতা ধারা মন্ডল অবশ্য নির্দল প্রার্থী বর্তমানে তৃণমূলের সাথে, শুধু তিনি নন ৪৪ জন বাচ্চার অভিভাবিকা একসাথে বিক্ষোভ কোন রাজনৈতিকভাবে নয় বলেই জানান অভিভাবকরা তারা প্রশ্ন তোলেন শিক্ষিকা স্থানীয় তৃণমূল নেতা নারায়ণ পালের স্ত্রী তাই এর আগেও একাধিকবার প্রতিবাদ করতে গিয়ে কাজ হয়নি। অভিভাবকরা বলেন, এখানে বাচ্চাদের জীবন মরণের প্রশ্ন।

স্কুলের মিড ডে মিল নিয়ে বিক্ষোভ

ওবাইদুল্লা লস্কর ● মগরাহাট

আপনজন: সরকারি খাতায়-কলমে ২০০ জন ছাত্রের যে পরিমাণ মিড ডে মিলের জন্য খাবারের প্রয়োজন উল্লেখ থাকলেও তা মিলছে না ছাত্রদের।
নির্দিষ্ট পরিমাণে খাবার দেওয়া হয় না শিশুদের যে পরিমাণ খাবার দেওয়ার কথা তার থেকে অনেক কম খাবার দেওয়া হয় তাও আবার নিম্নমানের নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে দেওয়া হয় না আর তা নিয়েই স্কুলের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে অভিভাবকেরা। ঘটনাটি মগরাহাট থানার উত্তর মাধবপুর এফ পি স্কুলে। অভিভাবকদের দাবি এই স্কুলে ২০০র বেশি ছাত্র-ছাত্রী পড়াশোনা করে, কিন্তু সরকারি খাতায়-কলমে যে পরিমাণ মিড ডে মিল দেওয়ার কথা প্রধান শিক্ষিকা সেই পরিমাণে মিড ডে মিল দেয় না ছাত্র-ছাত্রীদের। এমনকি মিড ডে মিলের চাল ডাল সবই নাকি যায় ওই প্রধান শিক্ষিকার বাড়িতে আর সেই দুর্নীতির অভিযোগ তুলে স্কুলের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে অভিভাবক অভিভাবিকারা। অভিভাবকদের আরও দাবি নিয়মিত স্কুলেও আসেন না শিক্ষিকা। সরকারি খাতায়-কলমে প্রায় অনুপস্থিত তিনি। সেই দুর্নীতির অভিযো গতুলে বিক্ষোভ দেখান অভিভাবকরা।

দিনের বেলা দুঃসাহসিক চুরিতে চাঞ্চল্য

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: দিনের আলোতে তালা ভেঙে নগদ ৪০ হাজার টাকা,চাদি ও সোনার গহনা নিয়ে চম্পট দিল এলাকারই এক দুষ্কৃতী।এই নিয়ে বৃহস্পতিবার সকালে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার সন্তোষপুর গ্রামে।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,এদিন সকাল বেলা সন্তোষপুর গ্রামের ফুলবান খাতুন নামে এক মহিলার বাড়িতে দিনের বেলা প্রাচীর টপকে ওই গ্রামেরই কুরবান নামে এক দুষ্কৃতী চুরি করে পালিয়ে গেছে বলে অভিযোগ। পুলিসের খাতায় ওই দুষ্কৃতীর নামে অতীত অপরাধের রেকর্ড রয়েছে।এর পূর্বেও এই ধরনের ঘটনা সে ঘটিয়েছে।এই প্রসঙ্গে ফুলবান বলেন,এদিন সকালে কুরবানকে আমার বাড়ির সামনে ঘোরাঘুরি করতে দেখি।ওকে দেখেই কেমন সন্দেহ জাগে।পাড়ার লোকজন তাকে চলে যেতে বলে।আমি বাড়িতে তালা দিয়ে স্থানীয় কম্পিউটার সেন্টারে কাজে যায়।ঘন্টা দেড়েক পরে আমি বাড়ি ফিরে এসে দেখি দরজার তালা ভাঙা রয়েছে।ঘরের জিনিসপত্র,শোকেস,বাক্স লন্ডভন্ড হয়ে আছে।যোল ভরি চাদির

আগুনে পুড়ে ছাই একটি বাড়ি

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: বুধবার গভীর রাতে সাগরপাড়ার সীমান্তবর্তী চর কাকমারী এলাকায় বিধ্বংসী আগুনের ঘটনা ঘটল। সেই ঘটনায় পর চর কাকমারী এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। হঠাৎ গভীর রাতে আগুন লক্ষ করেন চর কাকমারীর বাসিন্দা আজবার মন্ডলের পরিবার। তারপর তারা চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করলে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। কিন্তু বিধ্বংসী আগুনের কাছে ঘেঁষতে পারেনি স্থানীয় বাসিন্দারা। ফলে আজবার মন্ডলের বাড়ির সমস্ত কিছু পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। কিভাবে আগুন লেগেছে তা পরিস্কার করে জানাতে পারেনি পরিবারের সদস্যরা। ঘটনার পর ওই জায়গায় যায় সাগরপাড়া থানার পুলিশ প্রসাশন। বিধ্বংসী আগুনে বাড়িতে থাকা নগদ টাকা,কলাই,মুরগী,চাল,ডাল,ঘরে থাকা নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র সম্পূর্ণ ভাবে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এখন মাথা গোঁজার জায়গা নেই পর্যন্ত নেই আজবার মন্ডলের। গরীব মানুষ,দিন মজুরি করে দিন যাপন

রামপুরহাট মহকুমা রজক সমিতির লোকজনের তৃণমূলে যোগদান

সেখ রিয়াজউদ্দিন ও আজিম শেখ ● বীরভূম

আপনজন: অন্যান্য সম্প্রদায়ের ন্যায় রজক সম্প্রদায়ের মিলিত প্রয়াসে ২০২১ সালে গঠিত হয় রামপুরহাট মহকুমা রজক সমিতি। এতদিন যাবত তারা অরাজনৈতিক ভাবে সংগঠিত হয়ে রজক সম্প্রদায়ের উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং আপদে বিপদে পাশে থাকার অঙ্গীকার নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন যজ্ঞে সামিল হতে বৃহস্পতিবার সংগঠনটি তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করে বলে তৃনমূল কংগ্রেস নেতৃত্বের বক্তব্য। রামপুরহাট মহকুমা রজক সমিতির লোকজন এদিন মিছিল সহকরে রামপুরহাট তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে আসেন। জানা যায় যে, রামপুরহাট শহরের ৭৯ জন রজক সমিতির সদস্য সহ তাদের পরিবার পরিজন বর্গ তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। তাদের হাতে তৃনমূল কংগ্রেসের দলীয় পতাকা তুলে দেন এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্য বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার ড. আশীষ ব্যানার্জী।
এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রামপুরহাট এক নম্বর ব্লক সভাপতি সৈয়দ সিরাজ জিম্মি,শহর তৃণমূল যুব সভাপতি ওয়াসিম আলী ভিক্টর,ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত মহারা সহ রামপুরহাট পৌরসভার কাউন্সিলরগণ।
রামপুরহাট রজক সমিতির পক্ষে ছিলেন সংগঠনের সভাপতি কাজল রজক, সম্পাদক গৌতম রজক, সহসম্পাদক গোপাল রজক, কোষাধ্যক্ষ অশোক রজক প্রমুখ পদাধিকারী সহ অন্যান্য সদস্যরা।

রায়পুর লালাপাড়া এলাকায় ভয়াবহ আগুন

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: মালদহের কালিয়াচক ৩ ব্লকের বৈষ্ণবনগর থানার রায়পুর লালাপাড়া এলাকায় ভয়াবহ আগুন। পুড়ে ছাই অন্তত ১৫ টি ঘর। বেশ কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা। বৈষ্ণবনগরের বেদরাবাদ পঞ্চায়েতের রায়পুর লালা পাড়ায় বিধ্বংসী আগুন বুধবার সন্ধ্যাবেলা । প্রথমে ওই এলাকায় একটি বাড়িতে বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগে বলে অনুমান স্থানীয়দের। সেই সময় বাড়ির লোকজন বাইরে ছিলেন। মুহূর্তের মধ্যে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে বাড়ি। এরপরেই আগুন ছড়ায় রান্নাঘরে। সেখান থেকে গ্যাস সিলিন্ডার ব্লাস্ট করে আগুন আশেপাশে একাধিক ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। বেশিরভাগ কাঁচা বাড়ি ও ঘর হওয়ায় আগুন ভয়াবহ চেহারা নেয়। খবর দেওয়া হয় দমকল বাহিনীকে। এলাকায় পৌঁছয় বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ। প্রথমে গ্রামের বাসিন্দারাই জল দিয়ে আগুন মোকাবিলার চেষ্টা চালান। কিন্তু, একে কাঁচা ঘরবাড়ি অন্যদিকে উত্তুরে হওয়ার দাপটে আগুন আশেপাশের বাড়ি ও একাধিক ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। পরে মালদহ থেকে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ১টি ইঞ্জিন। তবে দমকল পৌঁছানোর আগেই ঘরে থাকা আসবাবপত্র ও অন্যান্য সামগ্রী সবই কার্যত ছাই হয়ে যায়।

প্রথম নজর

গাজায় ইসরায়েলি গণহত্যা, নিহত বেড়ে ২০ হাজার

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় দখলদার ইসরায়েলি বাহিনীর চলমান গণহত্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২০ হাজার ছাড়িয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২১ ডিসেম্বর) এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।
গত ৭ অক্টোবর থেকে গাজায় ইসরায়েলের নজিরবিহীন হামলা শুরুর পর কেবল মাঝের ৭ দিনের যুদ্ধবিরতির সময়টুকু বাদে প্রতিদিন গড়ে নিহত হয়েছে প্রায় ৩০০ মানুষ।
গাজার চিকিৎসকরা বলছেন, নিহতের সংখ্যা আরো অনেক বেশি হতে পারে। কারণ, বাড়িঘরের ধ্বংসস্তুপের নিচে চাপা পড়ে থাকা মরদেহ এবং যাদেরকে হাসপাতালে নেয়া সম্ভব হয়নি তারা এই হিসাবের মধ্যে নেই।
ইসরায়েলের দক্ষিণাঞ্চলে ঢুকে ফিলিস্তিনের মুক্তিকামী সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের আকস্মিক অভিযান চালানোর পর থেকে দু'পক্ষের মধ্যে শুরু হওয়া যুদ্ধের দুই মাস পূর্ণ হয়েছে। এখন যুদ্ধ তীব্রতম পর্বে প্রবেশ করেছে। ইসরায়েলি যুদ্ধবিমান ঘনবসতিপূর্ণ গাজার বিভিন্ন লক্ষ্যে অবিরাম বোমা হামলা চালাচ্ছে।
এ পরিস্থিতিতে গাজায় হামলা বন্ধ করা এবং গাজাবাসীর জন্য আরো মানবিক সহায়তা পৌঁছানোর সুযোগ দিতে ইসরায়েলের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ বাড়ছে।

আলজাজিরার সরাসরি সম্প্রচারে ইসরায়েলি বাহিনীর বিমান হামলা

আপনজন ডেস্ক: এবার আলজাজিরার লাইভ চলাকালীন অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার রাফায় বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল বাহিনী। এ ঘটনায় নিহত হয়েছেন কমপক্ষে ১০ জন। আলজাজিরার সাংবাদিক হানি মোহাম্মদসহ আহত হয়েছেন আরও অনেকে।
ভিডিওতে দেখা যায়, রাফার কুয়েতি হাসপাতালের কাছে লাগাতার বিমান হামলা চালানো হচ্ছে। ওই হামলায় কয়েকটি ভবন সম্পূর্ণভাবে ধসে যায়।
ভবনগুলোতে তখন মানুষ ছিল এবং জীবন বাঁচাতে তারা এদিক-সেদিক ছোটাছুটি করছেন।
এদিকে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস জানিয়েছে, গণহত্যা বন্ধ না হলে দখলদার ইসরায়েলের সঙ্গে বন্দি বিনিময় নিয়ে কোনো আলোচনা করবেন না তারা।
হামাসের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বাসিম নায়েম জানিয়েছেন, যুদ্ধ বন্ধের যে কোনো উদ্যোগে ইসরায়েলের সঙ্গে আলোচনা করতে তারা রাজি।
কিন্তু ইসরায়েলি বাহিনীর চলমান গণহত্যার মধ্যে হামাস বন্দি বিনিময় নিয়ে কোনো আলোচনায় বসবে না।
তিনি আরও বলেন, আমাদের নাগরিকদের ওপর আগ্রাসন বন্ধ এবং মানবিক সহায়তা প্রদানে অবদান রাখতে পারে এমন আলোচনায় আমরা রাজি।
অপরদিকে ইসরায়েলের প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হারজগ জানান, তার দেশ জিম্মিদের মুক্তির জন্য আরেকটি মানবিক বিরতি ও অতিরিক্ত মানবিক সহায়তার জন্য প্রস্তুত।

পাঁচ মিলিয়ন ডলার অনুদানে চালু হল গিনির বৃহত্তম মসজিদ

আপনজন ডেস্ক: গিনির রাজধানী কোনাক্রিতে অবস্থিত কিং ফয়সাল মসজিদ আবার চালু হয়েছে। সৌদি আরবের দেওয়া পাঁচ মিলিয়ন ডলার অনুদানে এর সংস্কারকাজ সম্পন্ন হয়। গত ১৫ ডিসেম্বর মসজিদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত বিশাল জুমার নামাজের মাধ্যমে তা চালু হয়। এ সময় সেখানে ইমাম হিসেবে ছিলেন মক্কার পবিত্র মসজিদুল হারামের ইমাম শায়খ আবদুল্লাহ আল-জুহানি।
সৌদি বার্তা সংস্থা এসপিএ এই তথ্য জানিয়েছে।
শায়খ আবদুল্লাহ বলেন, 'সৌদি আরবে প্রতিষ্ঠিত মসজিদ ও ইসলামী কেন্দ্রগুলোর বিস্তৃত সম্পর্কের অংশ হিসেবে এ মসজিদ নির্মাণ করা হয়। ইসলামী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও মধ্যপন্থী ইসলাম প্রচারে সৌদি আরব বিশ্বব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।' এ সময় তিনি গিনির অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট মামাদি ডুমবুয়ার সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।
গিনির কিং ফয়সাল মসজিদটি

১৯৮২ সালে চালু হয়। এটি আফ্রিকার চতুর্থ বৃহত্তম এবং সাব-সাহারান আফ্রিকার সর্ববৃহৎ মসজিদ। সৌদি আরবের সাবেক বাদশাহ ফাহাদের শাসনামলে দেশটির সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রিন্স সাউদ আল-ফয়সাল তা উদ্বোধন করেন। আফ্রিকা মহাদেশের অন্যতম বৃহৎ মসজিদ হওয়ায় এর প্রতি সৌদি সরকারের বিশেষ গুরুত্ব ছিল।
এখানে একসঙ্গে ১২ হাজার লোক নামাজ পড়তে পারেন। সম্প্রতি সৌদি আরবের ইসলামবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে এখানে ইমাম ও দাওয়াহ বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

৪১ দেশে দ্রুত ছড়াচ্ছে করোনার নতুন ধরন জেএন.১

আপনজন ডেস্ক:
করোনাভাইরাসের সাবভ্যারিয়েন্ট জেএন.১ বিশ্বব্যাপী দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)। গত নভেম্বরের শুরুতে এতে আক্রান্ত ছিল প্রায় ৩ শতাংশ। কিন্তু এক মাসে এটির বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ার হার ২৭ দশমিক ১। জানা গেছে, ওমিক্রন ধরনের নতুন উপ-ধরন জেএন.১-এর সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়তে থাকায় নতুন করে আতঙ্ক বেড়েছে।
ভারত, চীন, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্রসহ অনেক দেশেই জেএন.১ ধরনের প্রকোপ ধরা পড়েছে। বুধবার সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি এক প্রতিবেদনে জানায়, দেশটিতে বিভিন্নজনের নমুনা পরীক্ষা করে ২১ জনের নতুন ধরনে আক্রান্ত হওয়ার তথ্য পাওয়া গেছে। এর মধ্যে গোয়া রাজ্যে ১৯ এবং একজন করে মহারাষ্ট্র ও কেরালার বাসিন্দা। বৃহস্পতিবার টাইমস অব ইন্ডিয়ার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কেরালা রাজ্যে সংক্রমণ বেশি। গত ২৪ ঘণ্টায় ২৯২ জন নতুন রোগী শনাক্ত হয়েছে। আগের ২৪ ঘণ্টায় এ সংখ্যা ছিল ১১৫। ১ থেকে ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত ১০ জন মারা গেছেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মান্দাভিয়া বুধবার এক বিবৃতিতে বলেছেন, করোনার এই নতুন ধরন সম্পর্কে সতর্ক থাকা ও ব্যবস্থাগ্রহণ জরুরি হয়ে পড়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) ঘোষণা করেছে, করোনাভাইরাসের সাবভ্যারিয়েন্ট জেএন.১ বিশ্বব্যাপী দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। গত নভেম্বরের শুরুতে এতে আক্রান্ত

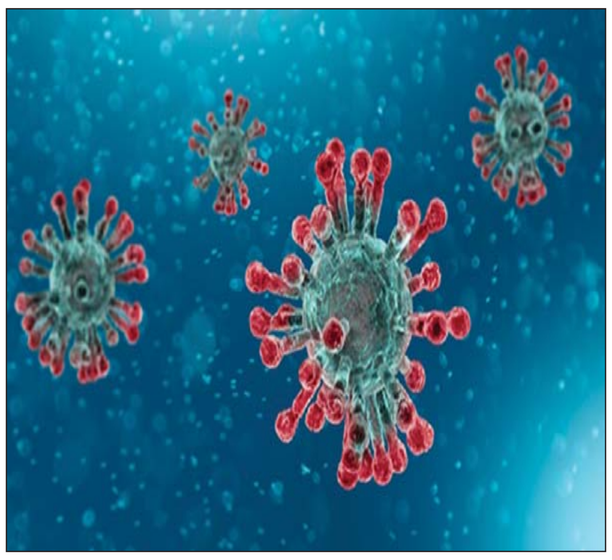

ছিল প্রায় ৩ শতাংশ। কিন্তু এক মাসে এটির বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ার হার ২৭ দশমিক ১।
গত মঙ্গলবার ডব্লিউএইচওর ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, বিশ্বের ৪১টি দেশে এরইমধ্যে এ ধরন শনাক্ত হয়েছে। প্রথম শনাক্ত হয় যুক্তরাষ্ট্রে। যদিও ডব্লিউএইচও বলছে, জেএন.১ ওমিক্রনের সাবভ্যারিয়েন্ট জনস্বাস্থ্যে অতিরিক্ত ঝুঁকি তৈরি করবে না। এখন পর্যন্ত সামগ্রিক মূল্যায়নে এর ঝুঁকির মাত্রা 'কম' পর্যায়ে আছে। রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্রগুলোর (সিডিসি) ভাষ্য, জেএন.১ লক্ষণে করোনার অন্য ধরনগুলোর থেকে আলাদা কিছু আছে কি না তা এখনো জানা যায়নি। লক্ষণগুলোর ধরন ও সেগুলো কতটা গুরুতর তা সাধারণত কোনো ব্যক্তির রোগ প্রতিরোধক্ষমতা ও সামগ্রিক স্বাস্থ্যের ওপর নির্ভর করে।
সিডিসির মতে, কোভিড-১৯ এর সাধারণ লক্ষণগুলোর মধ্যে আছে জ্বর, সর্দি, কাশি, শ্বাসকষ্ট, ক্লান্তি লাগা, পেশী ব্যথা, মাথাব্যথা, স্বাদ বা গন্ধ না পাওয়া, গলা ব্যথা, জমাট বাঁধা, নাক দিয়ে পানি পড়া, বমি বমি ভাব ও ডায়রিয়া।
জেএন.১ এর বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য করোনার বিদ্যমান পরীক্ষা, চিকিৎসা ও টিকাই যথেষ্ট বলে ধারণা করছে সিডিসি।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, সিঙ্গাপুর, কানাডা, যুক্তরাজ্য ও সুইডেনে জেএন.১ এ আক্রান্তের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি।
৮ ডিসেম্বর সিডিসি জানায়, গত সেপ্টেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রে এটি প্রথম দেখা দেয় এবং এটি দেশটির সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল ভ্যারিয়েন্ট।

শত্রুদের পরমাণু হামলার হুঁশিয়ারি কিমের

আপনজন ডেস্ক: পরমাণু অস্ত্র নিয়ে উত্তর কোরিয়াকে উস্কানি দিলে শত্রুদের বিরুদ্ধে পাল্টা পরমাণু হামলা চালানো হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন দেশটির সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উন। বৃহস্পতিবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম রয়টার্স।
উত্তর কোরিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র কার্যক্রমে যুক্ত সামরিক সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় এ কথা জানান কিম। এ সময় আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের সাম্প্রতিক সফল উৎক্ষেপণের জন্য তাদের অভিনন্দন জানান তিনি।
কিম জং উন বলেন, আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিষ্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের সফল মহড়াটি দেশের প্রতি সশস্ত্র বাহিনীর আনুগত্য ও দৃঢ় অবস্থান প্রমাণ করেছে। এটি স্পষ্ট বার্তা দিচ্ছে যে, পরমাণু হামলার জন্য উসকানি দিলে পিয়ংইয়ং পাল্টা পরমাণু হামলা চালাতে দ্বিধা করবে না।
উত্তর কোরিয়া গত সোমবার জানায়, তারা মার্কিন ক্রমবর্ধমান শত্রুতার বিরুদ্ধে নিজেদের পারমাণবিক শক্তির যুদ্ধ প্রস্তুতি পরিমাপ করতে আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিষ্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা চালিয়েছে।
পিয়ংইয়ং দূর-পাল্লার নতুন যে ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষাটি চালিয়েছে, তার পরিসীমা ১৫ হাজার কিলোমিটারের বেশি। এটি যুক্তরাষ্ট্রের মূল ভূখণ্ডে আঘাত হানতে সক্ষম বলে মনে করা হচ্ছে।
দক্ষিণ কোরিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা কর্মকর্তাদের মধ্যে গত সপ্তাহে একটি বৈঠক হওয়ার পরই উত্তর কোরিয়া নতুন ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালায়। উত্তর কোরিয়া থেকে পারমাণবিক হামলার জবাব কীভাবে দেওয়া যেতে পারে সেই পরিকল্পনা নিয়ে বৈঠক করেছিল যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ কোরিয়া।
বুধবার যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ কোরিয়া এবং জাপানের শীর্ষ কূটনীতিকরা উত্তর কোরিয়ার সাম্প্রতিক ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণের নিন্দা জানিয়ে একটি যৌথ বিবৃতি দিয়েছে। বিবৃতিতে পরমাণু অস্ত্র দেশকে উসকানি দেয়া বন্ধ এবং কোনো শর্ত ছাড়াই আলোচনার আহ্বান জানানো হয়েছে।
চলতি বছর রেকর্ড সংখ্যক ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালিয়েছে উত্তর কোরিয়া। এই অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া নিজেদের মধ্যে সামরিক সহায়তা বাড়িয়েছে।
এদিকে, কিমের বোন কিম ইয়ো জং উত্তর কোরিয়ার দূর পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ নিয়ে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সভার ঘটনার নিন্দা জানিয়ে বলেছেন, এটি দেশটির আত্মরক্ষার অধিকারের একটি অনুশীলন।
তিনি বলেন, নিরাপত্তা পরিষদের উচিত যুক্তরাষ্ট্র-দক্ষিণ কোরিয়া জোটের দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ ও কাজের উপর ভারী দায় চাপানো, যারা সারা বছর ধরে সামরিক উস্কানি দিয়ে কোরীয় উপদ্বীপে উত্তেজনা বাড়িয়ে তুলেছে।

গাজায় 'ভূগর্ভস্থ শহর' খুঁজে পাওয়ার দাবি ইসরায়েলের

আপনজন ডেস্ক: সম্প্রতি গাজায় হামাসের সিনিয়র নেতাদের ব্যবহার করা একটি টানেলের সন্ধান পাওয়ার দাবি করেছে ইসরায়েলের সামরিক বাহিনীর। জায়গাটিকে তারা 'ভূগর্ভস্থ সন্ত্রাসী শহর' হিসেবে আখ্যা দিয়েছে। খবর বিবিসি। ইসরায়েল ডিফেন্স ফোর্স বা আইডিএফের দাবি, কয়েক সপ্তাহের লড়াইয়ের পর গাজার উত্তরে বৃহত্তম শহর আল রিমালের এলিট কোয়ার্টার (ফিলিস্তিন চত্বর) এখন তাদের নিয়ন্ত্রণে। আইডিএফ বলছে, ফিলিস্তিন চত্বর এলাকা হলো হামাসের কৌশলগত টানেল নেটওয়ার্কের কেন্দ্রস্থল, যেখান থেকে রানতিসি হাসপাতাল ও আল শিফা হাসপাতাল এলাকার ভূগর্ভস্থ অবকাঠামোর যোগসূত্র রয়েছে। তাদের ভাষ্য অনুযায়ী হামাসের প্রশাসনিক ও সামরিক নেতৃত্ব এটি ব্যবহার করতো হামাসের রাজনৈতিক নেতা ইসমাইল হানিয়া

ও সামরিক কমান্ডার ইয়ানিয়া সিনওয়ার এবং মুহাম্মদ দায়িফও রয়েছেন। এছাড়া, আইডিএফ বেশ কিছু টানেলে অনুসন্ধান করছে এমন কিছু ভিডিও এবং স্যাটেলাইট চিত্র প্রকাশ করেছে। কিন্তু কোন হাসপাতালের সাথে এর সম্পৃক্ততা প্রমাণ হয় এমন কিছু তারা এখনো সরবরাহ করতে পারেনি। অন্যদিকে, আইডিএফের দাবি ভূগর্ভস্থ সন্ত্রাসী শহরের প্রবেশ মুখ খনন করা হয়েছে সিনিয়র কর্মকর্তাদের আবাসিক ও অফিস এলাকায়। এটি তাদের গাজা শহরের কেন্দ্রস্থলে দৈনন্দিন যাতায়াতে সুরক্ষা নিশ্চিত করতো।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মায়ানমারে বিদ্রোহীদের দমনে যুদ্ধাপরাধ করছে জান্তা: অ্যামনেস্টি

আপনজন ডেস্ক: সাধারণ মানুষের ওপর নির্বিচারে হামলা চালাচ্ছে মায়ানমারের সামরিক বাহিনী। এমনকি জাতিগত সংখ্যালঘু বিদ্রোহীদের দমনে নিষিদ্ধ গুচ্ছ বোমার মতো অস্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল।
বৃহস্পতিবার মায়ানমার জান্তার বিরুদ্ধে সম্ভাব্য যুদ্ধাপরাধ খতিয়ে দেখতে তদন্তের আহ্বান জানিয়েছে সংস্থাটি।
২০২১ সালের অভ্যুত্থানের পর বর্তমান সময়েই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে মায়ানমার জান্তা সরকার। চীন সীমান্তবর্তী শান রাজ্য ও পশ্চিম রাখাইন রাজ্যের সেনা ফাঁড়িগুলোতে জাতিগত বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর জোটের সমন্বিত হামলার মুখে পড়ছে সামরিক বাহিনী। চলতি মাসের শুরুর দিকে জান্তা সরকার শান রাজ্যের বিমান হামলায় গুচ্ছ বোমা ব্যবহার করেছে বলে অভিযোগ করেছে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল। সংস্থাটির অস্ত্র তদন্তকারীদের বিশ্লেষণে এই বোমা ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া গেছে উল্লেখ করে এক বিবৃতিতে বিষয়টি জানানো হয়। তিন বিদ্রোহী গোষ্ঠীর জোট 'থ্রি ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স'-এর একটি গোষ্ঠী তা'আং ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি (টিএনএলএ) বলেছে, ওই বিমান হামলায় একজন স্থানীয় বাসিন্দা নিহত ও পাঁচজন আহত হয়েছে। ১০ জন বেসামরিক নাগরিকের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে অ্যামনেস্টি বলেছে, রাখাইন রাজ্যের পাউক তাও-তে সাধারণ মানুষরা লুটপাট, নির্বিচারে গ্রেপ্তার, অমানবিক আচরণ ও নির্যাতনের শিকার হয়েছে। অ্যামনেস্টির ক্রাইসিস রেসপন্স প্রোগ্রামের পরিচালক ম্যাট ওয়েলস বলেছেন, 'বেসামরিক নাগরিকদের জন্য বিধ্বংসী পরিণতি ডেকে আনে এমন নির্বিচার হামলা চালানোর রক্তক্ষয়ী ইতিহাস মায়ানমার সেনাবাহিনীর আছে। আর সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর বড় ধরনের হামলার যে নৃশংস জবাব সেনাবাহিনী দিচ্ছে, সেটিও তারা করছে তাদের দীর্ঘদিনের নির্দিষ্ট ধাঁচেই।' জাতিসংঘ জানিয়েছে, গত অক্টোবরের শেষ দিকে মায়ানমারের লড়াই শুরুর পর ৩ লাখের বেশি মানুষ পালিয়ে গেছে। আর সামরিক অভ্যুত্থানের পর থেকে এ পর্যন্ত দেশটিতে বাস্তুচ্যুত হয়েছে ২০ লাখের বেশি মানুষ।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৪৬মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.০২ মি.

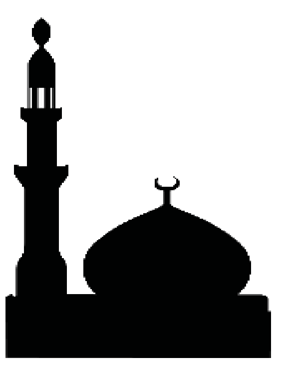

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৪৬	৬.১৩
যোহর	১১.৪০	
আসর	৩.২২	
মাগরিব	৫.০২	
এশা	৬.১৭	
তাহাজ্জুদ	১০.৫৪	

চিনে কয়লা খনিতে দুর্ঘটনা, নিহত ১২

আপনজন ডেস্ক: চীনের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে একটি কয়লা খনিতে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় অন্তত ১২ জন নিহত হয়েছে। এতে আহত হয়েছে আরো ১৩ জন। বৃহস্পতিবার (২১ ডিসেম্বর) এক প্রতিবেদনে এ খবর জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।
প্রতিবেদনে জানানো হয়, উত্তর-পূর্ব চীনের হেইলংজিয়াং প্রদেশের জিক্সি শহরের একটি কয়লা খনিতে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
জেলা সরকারের তথ্য অফিস থেকে জানানো হয়েছে, বুধবার (২০ ডিসেম্বর) স্থানীয় সময় বিকেল ৪টার দিকে জিক্সির হেংশান জেলার কুনুয়ান কয়লা খনিতে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

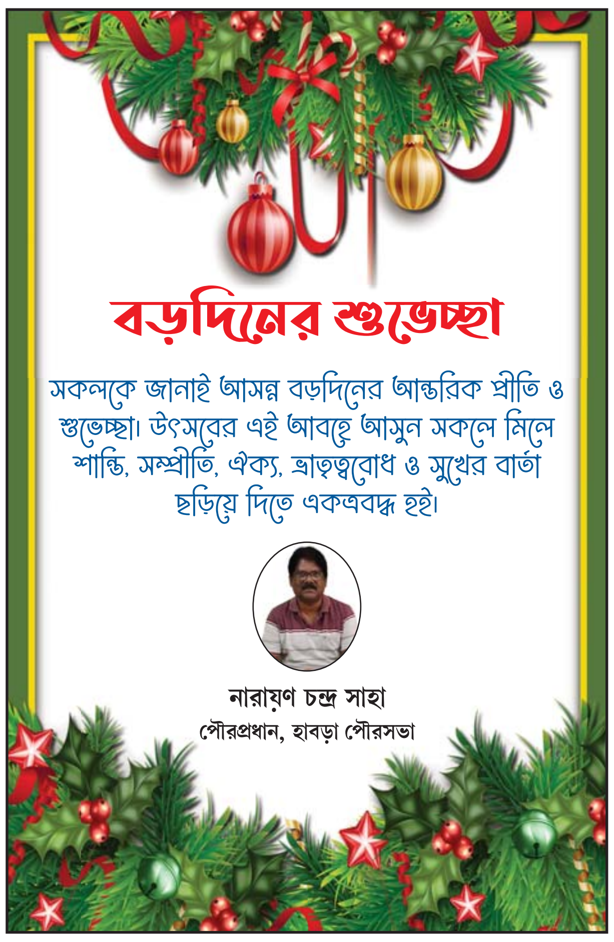

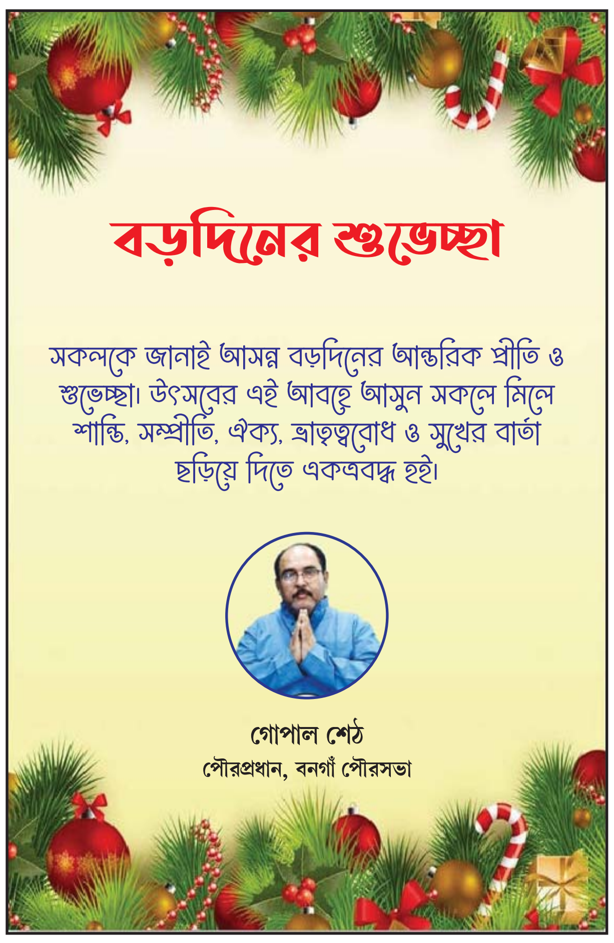

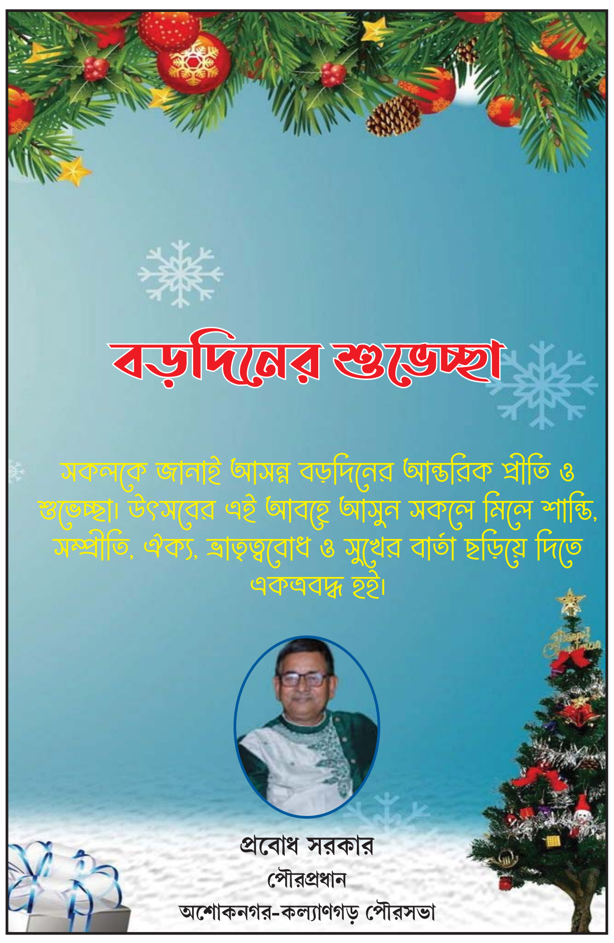

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৮ বর্ষ, ৩৪৪ সংখ্যা, ৫ পৌষ ১৪৩০, ৮ জমাদিউস সানি, ১৪৪৫ হিজরি

অধিক কথা না বলাই শ্রেয়

যাহারা সত্য জানেন, তাহাদের যদি সত্য বলিবার অবস্থা বা পরিবেশ না থাকে, তাহা হইলে অধিক কথা না বলাই শ্রেয়। তাহারা এই ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'হৈমন্তী' গল্প হইতে শিক্ষা লইতে পারেন। এই গল্পে হৈমন্তীর কোনো-এক দিদিমা শাশুড়ি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'নাতবউ, তোমার বয়স কত বলো তো।' হৈমন্তী বলিল, 'সতেরো।' সেইকালে কনের বয়স সতেরো বছর হওয়াটা মানে সেই কনে আইবুড়ো। সেই কারণে অন্যদের নিকট হৈমন্তীর বয়স লুকাইতে তাহার শাশুড়ি বলিলেন, 'তোমার বাবা যে বলিলেন, তোমার বয়স এগারো!' হৈম চমকিয়া কহিল, 'বাবা বলিয়াছেন? কখনো না।' ইহা লইয়া বিস্তর ঝামেলা হইল। অতঃপর হৈমন্তীর বাবা আসিলে তাহার নিকট প্রশ্ন করিল, 'কেহ যদি বয়স জিজ্ঞাসা করে কী বলিব?' হৈমন্তীর বাবা বলিলেন, 'মিথ্যা বলিবার দরকার নাই, তুমি বলিয়ো—আমি জানি না...।'

এইখানে হৈমন্তীর 'বয়স' হইল 'নির্বাচন'—যাহা লইয়া সত্য উচ্চারণ করাটা তৃতীয় বিশ্বে সম্ভব নহে। আর সত্য উচ্চারণ করা সম্ভব নহে বিধায় হৈমন্তীর বাবার উপদেশ মতো বলিতে হয়—মিথ্যা বলিবার দরকার নাই, কথা বরং কম বলা ভালো। যেই সত্য আড়াল করিতে হইবে, সেই প্রসঙ্গে কথা বলাটাই বিপজ্জনক। কারণ, সুরা আল-বাকারায় ৪২ নম্বর আয়াতে বলা হইয়াছে—'তোমরা সত্যকে মিথ্যের সঙ্গে মিশ্রিত করো না এবং জেনে শুনে সত্য গোপন করো না।'

দুঃখের বিষয় হইল, নির্বাচন প্রসঙ্গে প্রায়শই সত্যের সহিত মিথ্যা মিশ্রিত করা হইতেছে এবং অনেকেই জানিয়া শুনিয়া সত্য গোপন করিতেছেন। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে দশকের পর দশক ধরিয়া বেশ গালভরা একটি বুলি আওড়ানো হয় যে, 'নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ হইবে।' কিন্তু বাস্তবতা হইল, নির্বাচনে কত ধরনের সহিংসতা হইতে পারে, তাহার যেন নূতন নূতন দৃষ্টান্ত আমরা দেখিতে পাই। বিশ্বের স্বনামধন্য কিছু গবেষণা প্রতিষ্ঠান বলিতেছে, নির্বাচন কারচুপির মেকানিজমটা উন্নয়নশীল বিশ্বের কিছু দেশ খুব ভালোভাবে আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে বহু দশক ধরিয়া। কিছুদিন পূর্বে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের একটি উপজেলায় পৌর নির্বাচনের অনিয়ম লইয়া বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বিস্তর সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই সকল প্রকাশিত সংবাদে বলা হইয়াছিল, প্রশাসনের নাকের ডগায় সন্ত্রাসীরা গাড়ির বহর লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইলেও নির্বাচন আচরণবিধি বারবার লঙ্ঘন করা হইলেও প্রশাসন কার্যকর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করে নাই। অথচ নির্বাচনকে সুষ্ঠু করিবার জন্য সকল পর্যায় হইতে ঘোষণা দেওয়া হইয়াছিল—'যে কোনো মূল্যে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করা হইবে।' স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন তোলা যায়—এই ধরনের ঘোষণা কি কেবল বাত-কা-বাত?

সুতরাং বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাচনকে যখন বলা হয়, 'সুষ্ঠু নির্বাচন' হইয়াছে—তখন উহা সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কী? এই চিত্র নূতন নহে—দশকের পর দশক ধরিয়া হইয়া আসিতেছে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে। এই সকল দেশে কী ধরনের নির্বাচন হয়, তাহা মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব না হইলেও যাহারা স্থানীয় পর্যায়ে চোখ-কান খোলা রাখেন, যাহারা ভোটের সহিত যুক্ত কিংবা যাহারা বিভিন্ন দলের কর্মী—তাহারা সকলেই জানেন দশকের পর দশক ধরিয়া কী ধরনের এবং কেমনতর 'সুষ্ঠু নির্বাচন' হইয়া আসিতেছে। ইহার সহিত যখন আবেগের আতিশয্যে বলা হয়, অমুকের জনপ্রিয়তা আকাশচুম্বী, তমুকের জনপ্রিয়তার গভীরতা হার মানাইবে বঙ্গোপসাগরকেও, তখন তাহাদের কথা শুনিয়া ওয়াকিবহাল মহল মুখ টিপিয়া হাসিতে বাধ্য হন। কারণ, এই ধরনের আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তার কথা যাহারা বলেন তাহারা কখনো সঠিক ও সুষ্ঠু নির্বাচন দেখেন নাই বিধায় মনের মাধুরি মিশাইয়া কল্পবিলাসী কবির মতো নিজের লিডারকে অস্বাভাবিক বিশেষণে ভূষিত করিতে লজ্জা পান না।

অতএব এই সকল দেশে সঠিক নির্বাচনের কথা বলা উচিত নহে। এই বিষয়ে কথা না বলাই উত্তম। অবস্থা এমন হইয়াছে যে, 'সুষ্ঠু নির্বাচনের' কথা শুনিলেই অনেকের মনে ঢাকাইয়া কুট্টিদের কথাটি গুঞ্জরিত হয়—'আস্তে কন হুজুর, হুনলে ঘোড়ায় ভি হাসব!' যেই কথা শুনিয়া ঘোড়াও হাসিবে, সেই কথা বলিবার দরকার কী?

•••••••••••••

বাইডেনের মায়ানমার নীতি ভারতকে বিপদে ফেলছে

ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধে গাজায় যে মানবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, যৌক্তিকভাবেই সেদিকে এখন বিশ্ব গণমাধ্যমের দৃষ্টি রয়েছে। কিন্তু মায়ানমারে যে সশস্ত্র সংঘাত চলছে, তাতেও গণহত্যা চলছে। স্থানীয় মানুষ অবর্ণনীয় দুর্দশার মধ্যে পড়েছে। লাখ লাখ মানুষ দেশের ভেতরেই বাস্তুচ্যুত হয়েছে। কয়েক লাখ মানুষ ইতিমধ্যেই প্রাণ বাঁচাতে প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ, ভারত ও থাইল্যান্ডে পালিয়ে গেছে। তবে তাদের এই দুর্দশার খবর খুব কমই আন্তর্জাতিক মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারছে। লিখেছেন **ব্রহ্ম চেলানি**।

ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধে গাজায় যে মানবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, যৌক্তিকভাবেই সেদিকে এখন বিশ্ব গণমাধ্যমের দৃষ্টি রয়েছে। কিন্তু মায়ানমারে যে সশস্ত্র সংঘাত চলছে, তাতেও গণহত্যা চলছে। স্থানীয় মানুষ অবর্ণনীয় দুর্দশার মধ্যে পড়েছে। লাখ লাখ মানুষ দেশের ভেতরেই বাস্তুচ্যুত হয়েছে। কয়েক লাখ মানুষ ইতিমধ্যেই প্রাণ বাঁচাতে প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ, ভারত ও থাইল্যান্ডে পালিয়ে গেছে। তবে তাদের এই দুর্দশার খবর খুব কমই আন্তর্জাতিক মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারছে।

মায়ানমারের সংঘাতে বাইরের শক্তি যুক্ত হয়েছে, এমনটা বলা যাবে না। তবে ২০২১ সালে অভ্যুত্থানের মাধ্যমে পুনরায় ক্ষমতা দখল করা জান্তা সরকারকে হটাতে যুক্তরাষ্ট্র মায়ানমারের বিদ্রোহী গোষ্ঠী ও গণতন্ত্রপন্থী গ্রুপগুলোকে সমর্থন দিচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের এই পন্থা অবলম্বন মায়ানমারের জন্য খুব একটা ভালো কিছু বয়ে আনছে না।

ছয় বছর আগে জান্তা সরকার যে বেসামরিক সরকারের হাতে ক্ষমতা ছাড়তে শুরু করেছিল, সেই সরকারকে উৎখাত করে ফের জান্তা সম্পূর্ণ ক্ষমতা হাতের মুঠোয় নেওয়ার পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসন মায়ানমারের ওপর বিস্তৃত পরিসরে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে।

কিন্তু গত এক দশকে সাধারণ মানুষকে দুর্ভোগ-দুর্দশায় রেখে নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থাকে উচ্চস্তরে নিয়ে যাওয়া মায়ানমারের সামরিক অভিজাত গোষ্ঠীকে এখন পর্যন্ত মার্কিন নিষেধাজ্ঞাগুলো তুলনামূলকভাবে কাবু করতে পারেনি।

জান্তা সরকারের বিকল্প হিসেবে গঠিত তথাকথিত জাতীয় ঐক্যের সরকারের সঙ্গে এখন বাইডেন প্রশাসন গভীর সম্পর্ক গড়ে তুলেছে।

বিশ্বের বাকি দেশগুলোর মতো যুক্তরাষ্ট্রও মায়ানমারের ছায়া সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া থেকে বিরত আছে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র তার বার্মা অ্যাক্টের আওতায় মায়ানমারের ছায়া সরকারের সশস্ত্র বাহিনী পিপলস ডিফেন্স ফোর্স, জাতিগত সশস্ত্র সংগঠন এবং গণতন্ত্রপন্থী গ্রুপগুলোকে 'নন-লেথাল এইড' বা 'প্রাণঘাতী নয় এমন অস্ত্র সরঞ্জাম' দিয়ে যাচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্র 'নন-লেথাল' বা 'প্রাণঘাতী নয় এমন অস্ত্র'কে শিথিলভাবে ব্যাখ্যা করে থাকে—এমন ভূরি ভূরি ইতিহাস আছে। উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি, সিরিয়ার বিদ্রোহীদের যুক্তরাষ্ট্র 'নন-লেথাল' সহায়তা দেওয়ার পর যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের অপারেশনাল সক্ষমতা বেড়েছিল।

মায়ানমারে জান্তাবিরোধী যে গ্রুপগুলোকে বাইডেন প্রশাসন সহায়তা দিচ্ছে, তাদের সবাই অভিন্ন স্বার্থে কাজ করছে না। এই গ্রুপগুলো যার যার গোষ্ঠীগত রাজনৈতিক স্বার্থে লড়াই করছে। জান্তাবিরোধী ছায়া সরকার প্রধান সব জাতিভিত্তিক গ্রুপকে এক ছাতার তলে আনতে ব্যর্থ হয়েছে। এমনকি ছায়া সরকারের সামরিক শাখা সামরিক কমান্ডে ঐক্যও তারা ধরে রাখতে পারছে না।

জাতিভিত্তিক সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো (যাদের কোনো কোনোটির নৃশংসতা চালানোর রেকর্ড আছে) একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক কেন্দ্রীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চেয়ে নিজেদের জাতিগত সম্প্রদায়ের জন্য স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার বিষয়ে বেশি আগ্রহী। এদের মধ্যে কোনো কোনো গ্রুপ এ ধরনের স্বায়ত্তশাসন পেতে সরকারের সঙ্গে সমঝোতা করছে বলেও জানা যাচ্ছে। এই গোষ্ঠীগুলো যখন তাদের নিজেদের এলাকার বাইরের অর্থাৎ অন্য জাতিগোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রিত এলাকাকে নিজেদের এলাকা বলে দাবি করে, তখন পরিস্থিতি আরও ঘোলাটে হয়ে ওঠে।

বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোকে দেওয়া মার্কিন সহায়তার ক্রমবর্ধমান প্রবাহ মায়ানমারে অধিকতর সহিংসতার জন্ম দিচ্ছে কি না, তা নিশ্চিত করে বলা অসম্ভব। তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই, তাদের সহায়তা দান শুরু হওয়ার পর থেকে বিদ্রোহীদের হামলা তীব্র হয়েছে। এসব হামলার গুরুতর পরিণতি বেসামরিক নাগরিকদের বরণ করতে হচ্ছে। তারা প্রায়শই ক্রসফায়ারের পড়ে

বিশ্বের বাকি দেশগুলোর মতো যুক্তরাষ্ট্রও মায়ানমারের ছায়া সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া থেকে বিরত আছে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র তার বার্মা অ্যাক্টের আওতায় মায়ানমারের ছায়া সরকারের সশস্ত্র বাহিনী পিপলস ডিফেন্স ফোর্স, জাতিগত সশস্ত্র সংগঠন এবং গণতন্ত্রপন্থী গ্রুপগুলোকে 'নন-লেথাল এইড' বা 'প্রাণঘাতী নয় এমন অস্ত্র সরঞ্জাম' দিয়ে যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র 'নন-লেথাল' বা 'প্রাণঘাতী নয় এমন অস্ত্র'কে শিথিলভাবে ব্যাখ্যা করে থাকে—এমন ভূরি ভূরি ইতিহাস আছে। উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি, সিরিয়ার বিদ্রোহীদের যুক্তরাষ্ট্র 'নন-লেথাল' সহায়তা দেওয়ার পর যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের অপারেশনাল সক্ষমতা বেড়েছিল।

মারা যাচ্ছে। এর ধাক্কা প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোতেও গিয়ে পড়ছে। গত মাসেই বিদ্রোহীরা বড় ধরনের হামলা চালিয়ে সীমান্ত এলাকার কয়েকটি শহর এবং কয়েক ডজন সামরিক ঘাঁটির দখল নিয়েছে। এর জের ধরে শুধু গত সপ্তাহেই কমপক্ষে ৭২ জন সরকারি সেনা ভারতে পালিয়ে এসেছেন। এর প্রতিক্রিয়ায় জান্তা বাহিনী শাস্তিমূলক কায়দায় বিদ্রোহীদের দখলকৃত এলাকায় নির্বিচার বিমান হামলা চালাচ্ছে। কোথাও কোথাও কামানের মতো প্রাণঘাতী যুদ্ধসরঞ্জাম ব্যবহার করছে। ইতিমধ্যে মায়ানমার থেকে চিন জাতিগোষ্ঠীর ৩২ হাজারের বেশি লোক ভারতের চিন-সংখ্যাগরিষ্ঠ মিজোরাম রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছে। সেখানে তাদের বেশির ভাগই শরণার্থীশিবিরে কাটাচ্ছে। ভারতের মণিপুর রাজ্যেও হাজার হাজার লোক পালিয়ে আসছে। এর ফলে মণিপুরের স্থানীয় জনসংখ্যার মধ্যে উত্তেজনা বাড়ছে।

খেয়াল করলে দেখা যাবে, বিশ্বজুড়ে সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোকে দেওয়া মার্কিন সহায়তা প্রায়শই গণতন্ত্রের সম্ভাবনাকে কমিয়ে দেয় এবং বিশৃঙ্খলা ও দুর্ভোগকে বাড়িয়ে তোলে। মায়ানমারের অবনতিশীল মানবিক পরিস্থিতি বিবেচনায় মনে হচ্ছে, এখানেও সেই ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। মেক্সিকোর বর্তমান সরকারকে শাস্তি দেওয়ার জন্য যদি দূরের কোনো দেশ সরকারবিরোধী সশস্ত্র বিদ্রোহীদের অস্ত্র দেয়, তাহলে প্রতিবেশী দেশ যুক্তরাষ্ট্র যে ধরনের বিপদে পড়বে, মায়ানমারের প্রতিবেশী দেশগুলো ঠিক একই সমস্যায় পড়ছে।

মায়ানমার সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে মায়ানমারের প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের পরামর্শ করা উচিত ছিল। কিন্তু তারা তা করেনি। বাইডেন প্রশাসন বলছে, তারা এ ক্ষেত্রে আমেরিকান স্বার্থকে প্রাধান্য দিচ্ছেন।

মায়ানমারের সামরিক জান্তার প্রতি আমেরিকার আপসহীনভাবে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দশটি দেশের সংস্থা আসিয়ানকে মারাত্মকভাবে বিভক্ত করেছে। এর ফলে সংস্থাটি সংঘাত বন্ধে গঠনমূলক ভূমিকা পালন করতে পারছে না। অথচ যুক্তরাষ্ট্র মায়ানমারে গণতন্ত্রের প্রচারের জন্য আসিয়ানকে যুক্ত করতে চেষ্টা করেছে (যদিও আসিয়ানভুক্ত অধিকাংশ দেশেই কর্তৃত্ববাদী শাসন চলছে)।

ব্রহ্ম চেলানি নয়াদিল্লিভিত্তিক সেন্টার ফর পলিসি রিসার্চের অধ্যাপক

সৌজন্যে: প্রজেক্ট সিন্ডিকেট

হলোকস্টকে অন্য গণহত্যার সঙ্গে তুলনা করা যাবে না?

মাশা জেসেন

আমরা কেন তুলনা করি? তুলনা করি কারণ, আমরা শিখতে চাই। পৃথিবীটাকে বুঝতে শিখি তুলনা দিয়ে। পৃথিবীতে অনেক রং আছে, এর ভেতরে প্রতিটিই স্বতন্ত্র। প্রতিটি বস্তু, এমনকি প্রতিটি অনুভূতিও স্বতন্ত্র হতে পরে। সে জন্য আমাদের স্মৃতিতে-অভিজ্ঞতায় থাকা একটি অনুভূতির সঙ্গে অন্যটিকে তুলনা করতে হয়। তুলনার মধ্য দিয়ে আমরা পৃথিবীকে বুঝতে শিখি। তারপরও এই আমরাই নিয়ম করে দিই, সব জিনিস নিয়ে তুলনা চলে না।

পশ্চিমা বিশ্ব এবং বিশেষ করে জার্মানি 'হলোকস্ট' বুঝতে প্রচুর সময়, উদ্যোগ, অর্থ, সৃজনশীল ও রাজনৈতিক শক্তি বিনিয়োগ করেছে। ফলে আমরা ভাষা, কল্পনা ও পরিসংখ্যান পেয়েছি, যা দিয়ে হলোকস্টকে বোঝা যায়। আমরা একে অন্যের জন্য হলোকস্টের সঙ্গে যায়, এমন রূপক, উপমা, ছবি ও স্মৃতি বিনিময় করেছি।

কিন্তু তারপরও একটা নিয়ম আছে, এই নিয়ম শুধু জার্মানিতে জারি আছে তা নয়, এই নিয়ম সর্বজনীন। নিয়মটা হলো হলোকস্টকে কখনো অন্য কোনো কিছুর সঙ্গে তুলনা করা যাবে না। এখানে একটা কূটাভাস আছে: আমরা হলোকস্টকে বিস্তৃতভাবে কল্পনা করতে পারি; কিন্তু শর্ত হলো, আমাদের ধরে নিতে হবে যে হলোকস্টের অভিজ্ঞতা অকল্পনীয়। এই অভিজ্ঞতা এমন, যা অব্যাখ্যাত। কিন্তু এখন যা ঘটছে বা ঘটবে, তা হতেই পারে, কল্পনাতীত নয়। আমরা এসব দেখতে পাই বা পাব।

হলোকস্টের সঙ্গে দূরতম সম্পর্কও আছে, এ রকম উক্তি, প্রবাদ, প্রবচনও উচ্চারণ করা নিষেধ। কেননা, তাতে মনে করা হয়, হলোকস্টকে 'নাকচ' করা হলো। এই শব্দগুলো এমন ধারণা প্রতিষ্ঠিত করে যে হলোকস্টের কোনো তুলনা চলে না, এর সঙ্গে কেবল একটি উক্তিই যায়, তা হলো 'নেভার অ্যাগেইন' (আর কখনো নয়)। আমি এই উক্তি নিয়ে অনেক ভেবেছি। কারণ, এর বিপরীতে আছে 'নেভার অ্যাগেইন ইজ নাউ' (আর কখনো নয় মানে, এখন)। এই বাক্যের ব্যাপক কোনো অর্থ জার্মান বা ইংরেজিতে নেই। তবে আমার কাছে এই উক্তি জাদুমন্ত্রের মতো লাগে।

'নেভার অ্যাগেইন' একটা রাজনৈতিক প্রকল্প। ভবিষ্যতে ঘটতে পারে, এমন কিছুর ইঙ্গিত দেয় বাক্যটি আর এখন যা ঘটছে, তাকে প্রত্যাখ্যান করে। সে কারণেই বিপরীতে চলা বাক্যটি আমাকে এতটা স্পর্শ করে। রাজনৈতিক প্রকল্পের কেন্দ্রে থাকে এই দুনিয়ায় মানবজাতির মধ্যে যা কিছু ঘটছে, সেই সব। হান্নাহ আরেন্ত তাঁর সমগ্র জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন রাজনীতি আসলে কী, তা অনুধাবন করতে। তাঁর কাছে রাজনীতি এমন একটি পরিসর, যেখানে আমরা খুঁজে বের করার চেষ্টা করি কীভাবে এই পৃথিবীতে একসঙ্গে বসবাস করা যায়। যেখানে আলোচনা-সমালোচনার, চিন্তাভাবনার, নিত্যনতুন সম্ভাবনার সুযোগ আছে। হলোকস্টের পর এই পরিসরের অর্থ দাঁড়িয়েছে এমন একটা পৃথিবীতে একসঙ্গে বসবাস করার উপায় খোঁজা, যেখানে হলোকস্টের পুনরাবৃত্তি ঘটবে না।

হলোকস্টের পুনরাবৃত্তি যেন না হয়, এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে আমরা একটা কাঠামো গড়ে তুলেছি। আমরা একটা আন্তর্জাতিক মানবিক আইন পেয়েছি, যে আইনের উদ্দেশ্য বেসামরিক মানুষকে সুরক্ষা দেওয়া। আমি বিগত দুই বছর ইউক্রেনে যুদ্ধ এবং বিশেষত ইউক্রেনে রাশিয়া যে গণহত্যা করেছে, তার ওপর লেখালেখি করেছি। আমি দেখেছি, আইনজীবী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ কীভাবে হলোকস্টের প্রসঙ্গকে টেনে এনেছেন। আমরা তাঁদের ক্রমাগত শব্দের অর্থ খুঁজতে দেখেছি। 'গণহত্যা' কাকে বলে? বাস্তুচ্যুত মানুষকে বলপূর্বক রাশিয়ায় পাঠানো কি গণহত্যা? গণহত্যার পর্যায়ভুক্ত হতে হলে ভুক্তভোগীকে কি অনুধাবন করতে হবে, এই গণখুনই গণহত্যা? গণহত্যার পেছনে কি কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে? সেই উদ্দেশ্য কি কাউকে প্রকাশ করতে হয়? আমরা এই বিষয়গুলো চিন্তাও করতে পারব না, যদি না আমরা অন্যান্য গণহত্যাকে যে গণহত্যার প্রেক্ষাপটে এই আইনগুলো প্রণীত হয়েছিল, সেই হলোকস্টের সঙ্গে তুলনা করে দেখি।

মাশা জেসেন শিক্ষক ও সাংবাদিক

জার্মান সংবাদপত্র জাইটের অনলাইন সংস্করণ থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিতভাবে অনূদিত

প্রথম নজর

লালগোলা কলেজে বিশ্ব আরবি ভাষা দিবস

সজিবুল ইসলাম ● লালগোলা

আপনজন: লালগোলা কলেজে বিশ্ব আরবি ভাষা দিবস ও আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হল বৃহস্পতিবার। সেমিনারের আলোচ্য বিয় ছিল; অ-নেটিভ স্পিকারদের আরবি ভাষা শেখানোর ক্ষেত্রে ভাষাগত প্রশিক্ষণের গুরুত্ব।
পবিত্র কুরআন তিলায়তের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। সভাপতিত্ব করেন কলেজের নবাগত অধ্যক্ষ ড. তপন বর। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. ইফতিখারুল আলম মাসুদ, কলকাতা আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সাইদুর রহমান। এ ছাড়াও কলেজের আরবি বিভাগীয় প্রধান ড. মহঃ সাইদুর রহমান, অধ্যাপক মেহবুব আলম, আয়নাল হক. আইকিউএসি-র কো অর্ডিনাটর ড. মুনমুন সানধুখাঁ, ড. হজরত আলী শেখ প্রমুখ অংশ নেন। আলোচনার শুরুতেই অধ্যক্ষ তপন বর বলেন, এই হাজার হাজার বছরের প্রাচীন আরবি ভাষা মানব সভ্যতার ইতিহাস, দর্শন, শিল্প কলায় অভূতপূর্ব অবদান রেখেছে। ইফতিখারুল মাসুদ আরবি ভাষায় কবিতা ও শিল্প কলা নিয়ে বিস্তর আলোচনা রাখেন। ড. সাইদুর রহমান ভাষার শ্রুতি, বলা,পড়া ও লেখার বিভিন্ন পদ্ধতিগত তুলনামূলক আলোচনা রাখেন। বিভাগীয় প্রধান পুরো অনুষ্ঠানটির সারাংশ করে মধ্য প্রাচ্য সহ পুরো বিশ্বে এর সুযোগ সুবিধা ও রাষ্ট্রীয় দাপ্তরিক ভাষা নিয়ে আলোচনা রাখেন। একই দিনে আরবি বিভাগ ওয়াল ম্যাগাজিন প্রকাশ ও বিভাগীয় নবীনবরণ উৎসব উদযাপন করে।আরবি ভাষায় বিভিন্ন কবিতা, হামদ, নাত দিয়ে শুরু হয় এই বিভাগটি।

আরবি বিষয়ক সেমিনার বেলডাঙা কলেজে

আসিফ রনি ● বেলডাঙা

আপনজন: বৃহস্পতিবার বিশ্ব আরবি ভাষা দিবসকে সামনে রেখে এক দিবসীয় আরবি ভাষার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত বিষয়ক একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়।
অনুষ্ঠানের সূচনা হয় কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে। এদিন আরবি বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা অনুষ্ঠানে আরবি কবিতা আবৃত্তি,বক্তৃতা ও আরবি ভাষায় কোরাস সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলে। এদিনের অনুষ্ঠানে আগত ডঃ নুরুল ইসলাম বলেন আরবি একটি সমৃদ্ধ ভাষা। দুই হাজার বছর ধরে প্রাণবন্ত। এছাড়াও তিনি আরবি ভাষা ও সাহিত্যের উজ্জ্বল দিক নিয়ে আলোচনা করেন। কলেজের আরবি বিভাগের প্রধান মোঃ নজরুল ইসলাম আরবি ভাষা দিবসের ইতিবৃত্ত তুলে ধরেন। এছাড়াও এদিন কলেজের শিক্ষাগত মানকে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে নলহাটি হীরালাল ভকত কলেজের সঙ্গে মৌ চুক্তি স্বাক্ষরিত করা হয়। স্বাক্ষরিত করেন উভয় কলেজের প্রিন্সিপাল ডঃ নুরুল ইসলাম ও ডঃ সুভাষ রায়। উপস্থিত ছিলেন নলহাটি হিরালাল ভকত কলেজের প্রিন্সিপাল ডক্টর নুরুল ইসলাম, বেলডাঙা এস.আর.এফ কলেজের প্রিন্সিপাল ডক্টর সুহাষ রায়, বিভাগীয় প্রধান মোঃ নজরুল ইসলাম, বিশিষ্ট লেখক মোঃ জসিম উদ্দিন সেখ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কলেজের অধ্যাপকরা।

কালীঘাট অভিযানে এমএসসি উত্তীর্ণরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন ২০১৩ সালে বিজ্ঞপ্তিতে শূন্যপদ ছিলো ৩১৮৩ কিন্তু প্যানেল ছাড়ায় নিয়োগ হয় মাত্র ১৫০০ র মত। গ্রামের মাদ্রাসা গুলোকে বাঁচতে শিক্ষক বদলির পূর্বেই উত্তীর্ণ চাকরি প্রার্থীদের দ্রুত নিয়োগের দাবীতে আজ বৃহস্পতিবার ২১শে ডিসেম্বর কালীঘাট অভিযানের করে মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনে উত্তীর্ণ চাকরি প্রার্থীরা। যতীন দাস পার্ক মেট্র ৪ নং গেট থেকে বেরতেই কয়েক হাজার পুলিশ চাকরি প্রার্থীদের কালিঘাট মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি যেতে বাধা দেয়। পুলিশের সাথে কিছু ক্ষন ধ্বস্তাধস্তি হয় তারপর প্রশাসনের মাধ্যমে মাদ্রাসা শিক্ষা মন্ত্রীর দপ্তর ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরে যোগাযোগ হয়। ৭ দিনের মধ্যে আলোচনায় বসে সমস্যার সমাধান করবেন বলে আশ্বাস দেওয়অ হয়। মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন পাশ প্রার্থী মঞ্চ এর সভাপতি মনিরুল ইসলাম বলেন, হাইকোর্ট বারংবার নিয়োগের নির্দেশ দিলেও ডিভিশন বেঞ্চে গিয়েছেন। এখন সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছেন নিয়োগ আটকানোর জন্য অথচ মুখ্যমন্ত্রী বলছেন আইনি জটিলতার কারণে নিয়োগ দিতে পারছেন না। মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের উত্তীর্ণ চাকরি প্রার্থীদের তো বারংবার আদালতে নির্দেশ রয়েছে তাহলে আমাদের ক্ষেত্রে নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে না কেন প্রশ্ন চাকরি প্রার্থীদের।

শ্যামপুরে মিনি জু-র ভার্চুয়াল উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী

সুরজীৎ আদক ● শ্যামপুর

আপনজন: বৃহস্পতিবার বিকেলে কলকাতার পার্ক স্ট্রিটের প্রাক ক্রিসমাস উদ্বোধনে এসে গড়চুমুকের মিনি জু-র ভার্চুয়াল উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।তবে শ্যামপুরের মধ্যে চিড়িয়াখানা পর্যটকদের বাড়তি আগ্রহের বিষয়।১২.৪৩ হেক্টর জায়গা জুড়ে গড়চুমুকে বাগান ও মিনি জু বানানো হয়েছে। পরিপাটি করে সেই বাগানকে সাজানো হয়েছে। একাধিক অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে। গড়চুমুকের চিড়িয়াখানার জন্য নিয়োগ করা হয়েছে একজন রেঞ্জ অফিসারও। চিড়িয়াখানায় রয়েছে ইন্ডিয়ান রক পাইন (অজগর), কুমির, স্থল ও জলে থাকা কচ্ছপ, বাঘরোল, হরিণসহ নানা পশু পাখি। বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এবার কাঁকর হরিণ আনা হয়েছে। বনদপ্তরের কর্তাদের দাবী এই চিড়িয়াখানায় যত বাঘরোল আছে, তা অন্য কোথায় নেই!পশু-পাখিদের থাকার জন্য ২৪টি এনক্লোজার করা হয়েছে। কোন এনক্লোজারে কোন পশুপাখি আছে, তার জন্য বোর্ড লাগানো হয়েছে।পর্যটকদের জন্য চিড়িয়াখানার ভিতর ঢালাই রাস্তা করা হয়েছে। চিড়িয়াখানায় প্রবেশ ও বন দপ্তরের নিজস্ব কার্যালয়ে প্রবেশ করার জন্য আলাদা গেটও করা হয়েছে।এদিন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক ডা.দীপাপ প্রিয়া পি,হাওড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাবেরী দাস,জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মানস কুমার বসু,উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রের বিধায়ক ডা.নির্মল মাজি,শ্যামপুর কেন্দ্রের বিধায়ক কালিপদ মন্ডল,হাওড়া গ্রামীণ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইন্দ্রজীৎ সরকার,উলুবেড়িয়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সিদ্ধার্থ ধোপোলা,শ্যামপুর-১নং ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক তন্ময় কার্যী,উলুবেড়িয়া-১নং ব্লকের বিডিও এইচ এম রিয়াজুল হক প্রমুখ।

সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ধূপগুড়ি থানায় অনুষ্ঠান

সাদ্দাম হোসেন ● জলপাইগুড়ি

আপনজন:সাধারণ মানুষের মন থেকে পুলিশের সম্পর্কে ভয়-ভীতি দূর করতে ও সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে শিক্ষামূলক ভ্রমনের আয়োজন হল ধূপগুড়ি থানায়। আইসিডিএস এবং সিনি-র যৌথ উদ্যোগে ও ধূপগুড়ি থানা পুলিশের সহযোগিতায় আয়োজন করা হয় এই সচেতনতামূলক ভ্রমণের। ১১ থেকে ১৮ বছর বয়সী কিশোর কিশোরীরা এই শিক্ষামূলক ভ্রমণে অংশগ্রহণ করেন ।
এদিনের এই শিবিরে ধূপগুড়ি ব্লকের বারোঘোড়িয়া, মাগুরমাড়ী ১ নং গ্রামপঞ্চায়েত এবং ধূপগুড়ি পৌর এলাকার প্রায় ৩০ জন কিশোর কিশোরী অংশগ্রহণ করে। এই শিক্ষামূলক ভ্রমণ করা হয় ধূপগুড়ি থানায়।যে সমস্ত কিশোর কিশোরীরা কোন দিন থানায় আসেননি তাদেরকে নিয়েই বিশেষ করে এই শিবিরটি আয়োজন করা হয়। তাদেরকে সচেতন করা হয়, কিভাবে থানায় অভিযোগ দায়ের করতে হয়, থানায় এসে আধিকারিকদের সাথে কিভাবে কথা বলতে হয়। কোথায় কোন আধিকারিক বসেন। এমনকি কোন বিভাগ কোথায় রয়েছে সেই সমস্ত বিষয়ে তাদেরকে হাতে-কলমে বোঝানোর পাশাপাশি সচেতন করা হয়। এদিন ধূপগুড়ি থানার আইসি সুজয় তুঙ্গা নিচে উপস্থিত থেকে পুলিশের কাজকর্ম ঘুরিয়ে দেখানোর পাশাপাশি গোটা থানা চত্বর দেখান কিশোর কিশোরীদের। সেই সাথে পুলিশের হেল্পলাইন নাম্বার শেয়ার করা হয় আশা কিশোর কিশোরীদের সাথে।
সিনি এর প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর লিম্পা সরকার জানান, এদিনের ভ্রমনে এসে কিশোর কিশোরীরা পুলিশ সম্পর্কে সচেতন হন সেইসাথে পুলিশ সম্পর্কে যে অহেতুক ভয় তাদের মধ্যে ছিল সেই ভয় দূর হয়। তারা যাতে পুলিশের কাজকর্ম সম্পর্কে নানান তথ্য সহপাঠীদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারেন।

১৪১ সাংসদ বহিষ্কার বিপদ গণতন্ত্রের জন্য: জামায়াত

JAMAAT-E-ISLAMI HIND
জামাআতে ইসলামী হিন্দ

আপনজন ডেস্ক: শীতকালীন অধিবেশন চলাকালে মাত্র ৫-৬ দিনের মধ্যে ১৪১ জন বিরোধী জোটের সাংসদকে বহিষ্কার করাটা গণতন্ত্রের জন্য বিপজ্জনক লক্ষণ বলে অভিহিত করল জামাআতে ইসলামী হিন্দ। সংগঠনের সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক ড. সেলিম ইঞ্জিনিয়ার এই মর্মে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, এটা গণতন্ত্রের জন্য অশনি সংকেত এবং খুবই বিপজ্জনক প্রবণতা। এভাবে সাংসদ-শূন্য লোকসভা ও রাজ্যসভায় বিল পাস করিয়ে নেওয়াটা সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিপন্থী। বুধবার এক প্রেস বিবৃতিতে তিনি আরও বলেছেন, পার্লামেন্টে যা চলছে সে সম্পর্কে আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। উল্লেখ্য, ১৩ ডিসেম্বর পার্লামেন্ট চলাকালে অতর্কিত হামলায় হতভম্ব হয়ে যায় গোটা দেশ। যা সংসদীয় গণতন্ত্রের পীঠস্থান সংসদ ভবনের নিরাপত্তায় বড় রকমের গাফিলতি তুলে ধরে।

শিক্ষকের বিদায়ী অনুষ্ঠানে মন্ত্রী সাবিনা

নাজমুস সাহাদাত ● কালিয়াচক

আপনজন: মালদহের সুজাপুরের ইমদাদুল উলুম সিনিয়ার মাদ্রাসার শিক্ষক বিদায়ী উপলক্ষে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিন পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করা হয়।
এছাড়াওসাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীদের গজল, কবিতাও পাঠ করা হয়।। বিদায়ী শিক্ষক মহম্মদ শারিফুজ্জামান ইমদাদুল উলুম সিনিয়ার মাদ্রাসায় দীর্ঘ ৩৪ বছর ধরে কর্ম জীবন কাটান। বুধবার বিদায় দেওয়া হয় মাদ্রাসার সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষা কর্মী ও ছাত্র-ছাত্রী বৃন্দদের পক্ষ থেকে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, অনুষ্ঠানের মুখ্য অতিথি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন এবং সেচ ও জলপথ দপ্তরের রাষ্ট্রীয় মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন, সভাপতি পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ ও প্রাক্তন উপাচার্য আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় সেখ আবু তাহের কামরুদ্দিন, সহ সচিব উত্তরাঞ্চল কার্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ, মালদা জেলা (মাধ্যমিক) বিদ্যালয় পরিদর্শক ড: সুজিত সামন্ত, পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ সদস্য জাকির হোসেন ও সাকিলুর রহমান, মালদা জেলা পরিষদ সহ সভাধিপতি এটিএম রাফিকুল হোসেন, মালদা জেলা পরিষদ বন ও ভূমি কর্মদক্ষ আব্দুর রাহমান, ইমদাদুল উলুম মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সাফিকুল আলম সহ আরও অতিথিরা এবং সকল শিক্ষক শিক্ষিকারা ও মাদ্রাসার প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীবৃন্দ।
বিদায়ী শিক্ষক শ্রদ্ধেয় মহম্মদ শারিফুজ্জামান বলেন, আজকে অত্যন্ত দুঃখের দিন হলেও যেভাবে আমাকে সম্মাননা জানিয়ে বিদায় জানানো আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

সাহিত্য অকাদেমী পুরস্কারে

আনোয়ার হোসেন ● সুতাহাটা

আপনজন: সাঁওতালি ভাষার বই ‘জবা বাহা’লেখায় এবার সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার পেলেন টুরিয়াচাঁদ বাস্কে। তিনি ছদ্মনামে একাধিক বই লিখেছেন তারাসিঞ্চ বাস্কে নামে। তিনি, পুরস্কার পাওয়া নিয়ে আপনজনকে বলেন, আমি পুরস্কার পেয়ে খুব খুশি দারুন লাগছে। পুরস্কার নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি কয়েক দিনে পরে তাঁর হাতে পুরস্কার তুলে দিবেন ‘সাহিত্য অকাদেমি’’স্কুলে শিক্ষকতার করার পাশাপাশি সাহিত্য নিয়ে চার্চা করে থাকেন। সাঁওতালি ভাষায় বেশ কয়েকটি বই প্রকাশ পেয়েছে তাঁর। এই ধরনের পুরস্কার আমাকে আগামী দিনে আরও বেশি করে লেখার জন্য উদ্যমী করে তুলবে বলে জানালেন।শিক্ষক মহলের মতে রাজ্যের মুখ উজ্জ্বল করলেন এক বঙ্গ সন্তান। যে রাজ্যে শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে এত জলঘোলা তার উপর ভারত সরকারের সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার এই খবর সামনে আসার পর গোটা রাজ্য জুড়ে খুশির হাওয়া।

মজহাব নিয়ে বিবাদ বন্ধ হোক: সিদ্দিকুল্লাহ

জাকির সেখ ● ভগবানগোলা

আপনজন: মাসলাকি ইখতিলাফ নিয়ে জালসায় বাড়াবাড়ি করা ঠিক না। বিভিন্ন মজহাবের ইখতিলাফ ভুলে সকলকে একসঙ্গে চলতে হবে। যে সমস্ত বক্তা জালসায় এসে দেওবন্দী, ব্রেলভী ও আহলে হাদীস বলে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ লাগতে চাইছে তাদেরকে এড়িয়ে চলুন। মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলা-২ ব্লকের কোলান রমনাপাড়া যুব সমাজের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত তাবলীগী জালসায় এসে একথা বললেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সভাপতি তথা রাজ্যের মন্ত্রী মাওলানা সিদ্দীকুল্লাহ চৌধুরী। শিক্ষা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি বলেন সপ্তাহে প্রত্যেকদিন মাছ মাংস না খেয়ে ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া শেখান। যাতে তারা ডাক্তার, মাষ্টার, উকিল , ইঞ্জিনিয়ার ও আইপিএস অফিসার হতে পারে। যে ভাবে আপনারা নিজেদের জায়গা জমির দলিলপত্র সংরক্ষণ করে রেখেছেন, সেইভাবে মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকার কাগজ পত্র সংরক্ষণ করে রাখতে হবে। এছাড়াও সভায় বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট আলেমেদ্বীন মাওলানা আবু তাহের সালাফী, জেলা জমিয়তে উলামার সভাপতি শাইখুল হাদীস মাওলানা বদরুল আলম, মাওলানা আব্দুস সামাদ। জালসা পরিচালনা করেন মাওলানা আব্দুল কাদের ও মাওলানা আব্দুল আজিম সালাফী।
আয়োজকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বুলবুল সেখ, মাষ্টার জমজম আলী, আনারুল সেখ প্রমুখ।

অসম বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি ভাষা দিবস সাড়ম্বরে পালিত

মহবুবুর রহমান ● গুয়াহাটি

আপনজন: বিশ্ব আরবি ভাষা দিবস উপলক্ষে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগ দুদিনের জাতীয় কনফারেন্স সমেত মোট চার দিবসীয় ঠাসা কর্মসূচি হাতে নিয়েছিল। এর মধ্যে ১৬ ও ১৮ ডিসেম্বর ইন্ডোর ইভেন্টে বিভাগীয় (পিজি, পিএইচডি) শিক্ষার্থীদের মধ্যে আরবী ভাষা-সাহিত্যের বিভিন্ন আঙ্গিকের রকমারি প্রতিযোগিতা পর্ব সমূহ সম্পন্ন হয়।
তারপর ১৯ ডিসেম্বর ছিল দুদিনের দিবসীয় জাতীয় পর্যায়ের সেমিনারের সূচনা দিন। কুরআন তেলাওয়াতের পরেই বিভাগীয় প্রধান ও সভাপতি প্রফেসর বশির কে. স্বাগত ভাষণ রাখেন। তারপর ডিরেক্টর আব্দুর রাজ্জাক থারাইল কর্তৃক থিম প্রেজেন্টেশনের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক রাজীব মোহন পন্থ কর্তৃক বিশ্ব আরবি দিবসের বিভিন্ন প্রতিযোগীতার সমূহ বিজেতা দের পুরস্কার বিতরণ সম্পন্ন হয়। পরে আন্তঃবিভাগীয় ডক্টরেট ও “সাইন্টিফিক আইডিয়াস ইন দ্য কুরআন “ বইয়ের লেখক তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি রেজিস্ট্রার ড.আবুল হাসান চৌধুরীকে বিশেষ ম্যামেন্টো দিয়ে সংবর্ধিত করা হয়।তিনিও তার বক্তব্য প্রদান করবেন।
এরপর এসকেসি স্কুল ডীন প্রফেসর বেবি পুষ্পা সিনহার এড্রেসিং ছিল। পরে সুদূর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগীয় অধ্যাপক ইশরাত আলী মোল্লা কর্তৃক কী নোট এড্রেসের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক রাজীব মোহন পন্থ উদ্বোধনী ভাষণ রাখেন। পরে কনফারেন্স কোঅর্ডিনেটর অধ্যাপক মুস্তাফিজুর রহমান কর্তৃক ভোট অব থ্যাংকসের মাধ্যমে এ পর্বের সমাপ্তি ঘটে। বিভাগীয় শিক্ষক ড. নজমুল ইসলাম বড়ভূইয়া কর্তৃক ভোট অব থ্যাংকসের মাধ্যমে আর এক পর্বের সমাপন হয়।

মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের বর্ধিত সভা বালুরঘাটে

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: রাজনৈতিক দলগুলির পাখির চোখ এখন আসন্ন লোকসভা নির্বাচন। প্রতিটি রাজনৈতিক দল নিজের মতো করে ঘুঁটি সাজাতে শুরু করে দিয়েছে। আসন্ন লোকসভা ভোটে মহিলা ভোট ব্যাঙ্কে শান দিতে বিশেষ বৈঠক মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের। বৃহস্পতিবার বালুরঘাট ব্লক মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে একটি বর্ধিত সভার আয়োজন করা হয়। এদিনের এই বর্ধিত সভায় উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী স্নেহলতা হেমব্রম, বালুরঘাট ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি স্বপন বর্মন, তৃণমূল নেতা তথা বালুরঘাট পৌরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র সহ আরো অনেকে।
এ বিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী স্নেহলতা হেমব্রম জানান, ‘রাজ্য মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের নির্দেশে

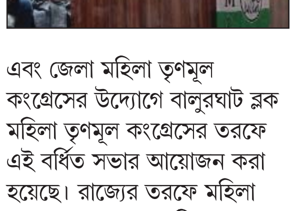

এবং জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে বালুরঘাট ব্লক মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে এই বর্ধিত সভার আয়োজন করা হয়েছে। রাজ্যের তরফে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস কমেটি’র জন্য কিছু কর্মসূচি ঠিক করে দেয়া হয়েছে। সেগুলো যাতে আমরা ঠিকঠাক করে বাস্তবায়িত করতে পারি, সেই বিষয়ে কর্মী সমর্থকদের অবগত করবার জন্য এই সভার আয়োজন করা হয়েছে।’
পাশাপাশি মহিলা নেত্রী আরো জানান, ‘কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে মহিলাদের যে লাঞ্ছনা করা হচ্ছে সেখানে মহিলাদের জন্য নানারকম পরিষেবা দেওয়ার উদ্যোগ চলছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

নেশা মুক্ত সমাজ গড়তে সচেতনতা সভা

মনজুর আলম ও মোমিন আলী লস্কর ● জয়নগর

আপনজন: বৃহস্পতিবার বিকাল চারটায় জয়নগর পদ্মেরহাট ব্লক জামাত কমিটির উদ্যোগে প্রকাশ্যে মুসলিম শরীয়ত বিরোধী ও অসামাজিক ভাবে অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে এক প্রকাশ্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। পদ্মেরহাট ব্লক জামাত কমিটির উদ্যোগে পদ্মেরহাট ব্লকে হাক্কানিয়া মানব সেবার প্রতিষ্ঠাতা হাফেজ আবুল কালাম সহযোগিতায় পদ্মেরহাট প্রাইমারি স্কুলের অনুষ্ঠিত হল শিক্ষা, স্বাস্থ্য,নেশা দ্রব্য,বাল্যবিবাহ রোধ,ও সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ নিয়ে সচেতনতা সভা।সমাজের বিভিন্ন অসামাজিক কার্যকলাপ ধর্মীয় শরীয়ত অসামাজিক কার্যকলাপের বন্ধের বিরুদ্ধে সোচ্চার আলেম সমাজ । এ দিনের সচেতনতা সভায় উপস্থিত ছিলেন মুফতি হাবিবুল্লাহ সরদার, মাওলা ইসরাফিল, হাফেজ তৈয়েবউল ইসলাম, মাওলানা মাসিদুর রহমান, মাওলানা আমিনুল এহসানসহ বিশিষ্ট আলেমরা।

মাদ্রাসা ক্রীড়া নিয়ে রাইটার্সে বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: ১৪ তম ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কাউন্সিল ফর গেমস এন্ড স্পোর্টস উপলক্ষে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় রাইটার্স বিল্ডিংয়ে সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী তাজমুল হোসেনের চেম্বারে।
মন্ত্রী ছাড়াও এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দপ্তরের প্রধান সচিব মোঃ গোলাম আলী আনসারী,অতিরিক্ত সচিব ওবায়দুর রহমান, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিকর্তা আবিদ হোসেন,গেমস এন্ড স্পোর্টস কমিটির জয়েন্ট সেক্রেটারি তথা উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের বন ও ভূমি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ,প্রাক্তন জাতীয় সাঁতারু মনিরুল মোল্লা,মন্ত্রীর একান্ত সচিব গোপাল সরকার।

আজ বিষ্ণুপুর মেলার উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রীর

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: ৩৬ তম বিষ্ণুপুর মেলা ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন বৃহস্পকিতবার। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার আগে মেলার মাঠ সরোজমিনে পরিদর্শন করলেন বাঁকুড়ার জেলা শাসক। শীতের শিশির গায়ে মেখে, আলোর উদ্ভাসে টেরাকোটা শোভিত মন্দিরনগরী সেজে উঠেছে উৎসবের মেজাজে।
ঐতিহ্যমণ্ডিত মল্লভূম বিষ্ণুপুরে পর্যটকদের মুগ্ধতায়, ধামসা-মাদলের আদিম তালে, বিষ্ণুপুরী ধ্রুপদ সংগীতের সুর-মূর্ছনায়, হস্তশিল্প ও পটচিত্রের বর্ণময় বিন্যাসে ২১-২৭ ডিসেম্বর ‘বিষ্ণুপুর মেলা’, এবং ২৩-২৯ ডিসেম্বর ‘জেলা সবলা মেলা’ এবং ২৮-২৯ ডিসেম্বর ‘বিষ্ণুপুর নাট্য ও যাত্রা উৎসব’ অনুষ্ঠিত হবে। বিষ্ণুপুর মেলার ৩৬ বছরের ইতিহাসের মধ্যে এ বছর প্রথম কোন মুখ্যমন্ত্রী উদ্বোধন করবেন এই মেলা।

বছর শেষের র‍্যাঙ্কিংয়ে আর্জেন্টিনাই ১ নম্বরে

আপনজ ডেস্ক: ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে থেকেই বছর শেষ করতে যাচ্ছে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। আজ ২০২৩ সালের সর্বশেষ র‍্যাঙ্কিং প্রকাশ করেছে ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা, যেখানে আর্জেন্টিনার পর দুইয়ে ফ্রান্স এবং তিনে ইংল্যান্ড অবস্থান করছে। গত মাসে হালনাগাদ করা সর্বশেষ র‍্যাঙ্কিংয়েও এই তিন দলই ওপরের দিকে ছিল। এ সময়ে শীর্ষ দশেই কোনো পরিবর্তন আসেনি। স্পেন চতুর্থ এবং ব্রাজিল পঞ্চম স্থানে থেকে ২০২৪ সাল শুরু করবে। এ তালিকায় বাংলাদেশ আছে ১৮৩ নম্বরে।

গত বছরের ডিসেম্বরে কাতারে ফ্রান্সকে হারিয়ে বিশ্বকাপ জিতলেও বছর শেষের র‍্যাঙ্কিংয়ে আর্জেন্টিনার অবস্থান ছিল দুইয়ে। শীর্ষে ছিল ব্রাজিল। ফিফা ২০২৩ সালে প্রথম র‍্যাঙ্কিং হালনাগাদ করে এপ্রিলে। তখন ব্রাজিলকে টপকে শীর্ষে উঠে আসে আর্জেন্টিনা। সেই থেকে বছরের বাকি ছয় হালনাগাদ র‍্যাঙ্কিংয়েও ১ নম্বর স্থান ধরে রাখে লিওনেল মেসির দল।

বছরের শেষ র‍্যাঙ্কিংয়ে বড় পরিবর্তন আসেনি ম্যাচসংখ্যা কম ছিল বলে। এ সময়ে মাত্র ১১টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ হয়েছে, যার ৯টিই খেলেছে ওশেনিয়া ফুটবল কনফেডারেশনের দলগুলো। অন্য দুটি ম্যাচে ছিল দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের কলম্বিয়া, যারা ভেনেজুয়েলা ও মেক্সিকোর বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলেছে। ওপরের দিকে অদলবদলও হয়েছেও এই দলগুলোর মধ্যেই। মেক্সিকোকে ১৪ থেকে এক ধাপ পেছনে সরিয়ে সেখানে জায়গা করেছে কলম্বিয়া।

আইপিএলের নিলামে অবিক্রিত আদিল রশিদ টি-টোয়েন্টির সেরা বোলার

আপনজন ডেস্ক: আগামী মার্চে শুরু হবে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লীগের (আইপিএল) ষোড়শ আসর। ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টটির নিলামও শেষ। অকশনের প্লেয়ার ড্রাফটে নাম ছিল আদিল রশিদের। তবে ইংলিশ লেগস্পিনারকে নিয়ে আগ্রহ দেখায়নি কোনো দল। নিলামে অবিক্রীত থাকার একদিন পর সুখবর পেলেন আদিল রশিদ। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে উঠলেন তিনি। গতকাল আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ের নতুন হালনাগাদ প্রকাশ করে। ৭১৫ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষস্থান দখল করেছেন আদিল রশিদ।

সেরার লড়াইয়ে আফগানিস্তানের রশিদ খানকে দুইয়ে এবং ভারতের রবি বিস্ময়কে তিনে নামিয়ে দিয়েছেন ইংলিশ লেগস্পিনার। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের পারফরম্যান্সই আদিল রশিদকে চূড়ায় উঠিয়েছে। ক্যারিবিয়ানে শেষ চার ম্যাচে ৭ উইকেট নেন ৩৫ বছর বয়সী এই বোলার।

ইংল্যান্ডের মাত্র দ্বিতীয় বোলার হিসেবে টি-টোয়েন্টি র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে পৌঁছালেন আদিল রশিদ। এক দশক আগে প্রথম বোলার হিসেবে এই কীর্তি গড়েছিলেন ইংল্যান্ডের সাবেক অফস্পিনার গ্রায়েম সোয়ান। আদিল রশিদ দল না পেলেও র‍্যাঙ্কিংয়ের দুইয়ে থাকা রশিদ খান ২০২৪ আইপিএলে খেলবেন গুজরাট টাইটানসের হয়ে। তিনে থাকা রবি বিস্ময় খেলবেন লখনৌ সুপার জায়ান্টসের হয়ে। টি-টোয়েন্টির ব্যাটারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন ভারতের সূর্যকুমার যাদব। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানে যথাক্রমে পাকিস্তানের মোহাম্মদ রিজওয়ান এবং দক্ষিণ আফ্রিকার এইডেন মারক্রাম। টি-টোয়েন্টির অলরাউন্ডারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন সাকিব আল হাসান। ওয়ানডে ফরম্যাটের অলরাউন্ডার ক্যাটাগরিতেও শীর্ষে টাইগার অধিনায়ক। ওয়ানডেতে ব্যাটারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে ফিরেছেন বাবর আজম। পাকিস্তান এই ব্যাটার ভারতের শুবমান গিলকে দুইয়ে নামিয়ে চূড়ায় পৌঁছান। তিনে ভারতের আরেক ব্যাটার বিরাট কোহলি।

হেডকে পেয়ে কতটা রোমাঞ্চিত হায়দরাবাদ, জানালেন টম মুডি

আপনজন ডেস্ক: আসছে আইপিএল মৌসুমের 'মিনি অকশন' অনেকের চোখই কপালে তুলে দিয়েছে। এই নিলামে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো মেতে উঠেছিল রেকর্ড ভাঙা-গড়ার খেলায়! নিলাম শুরুর কিছুক্ষণ পরই আইপিএলের সবচেয়ে দামি খেলোয়াড়ের রেকর্ড গড়েন প্যাট কামিন্স। ২০ কোটি ৫০ লাখ রুপিতে তাঁকে কিনে নেয় সানরাইজার্স হায়দরাবাদ।

এর ঘণ্টা দুয়েক পর কামিন্সের রেকর্ড ভেঙে দেন তাঁর অস্ট্রেলিয়া দলের সতীর্থ মিচেল স্টার্ক। অস্ট্রেলিয়ার বাঁহাতি পেসারকে ২৪ কোটি ৭৫ লাখ রুপিতে কিনে নেয় কলকাতা নাইট রাইডার্স।

তারকা ক্রিকেটারদের পেতে মরিয়া ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর লড়াইয়ে তরতরিয়ে বেড়েছে অনেকের দাম। সেই দলে অবশ্য ছিলেন না বিশ্বকাপের ফাইনালে শতক করে অস্ট্রেলিয়াকে শিরোপা জেতানো ট্রাভিস হেড। তাঁকে ৬ কোটি ৮০ লাখ রুপিতে পেয়ে গেছে হায়দরাবাদ। চেন্নাইয়ের সঙ্গে লড়াই করে টি-টোয়েন্টিতে দুর্দান্ত কার্যকরী এই ওপেনারকে পেয়ে হায়দরাবাদের কর্মকর্তারা দারুণ খুশিই বলে মনে করেন টম মুডি। হায়দরাবাদের সাবেক এই কোচ বলেছেন, 'তাদের (হায়দরাবাদ) অনেক বিকল্প আছে। অনেক ম্যাচজয়ী খেলোয়াড় পেয়েছে তারা। একটা বিষয়ই শুধু আমরা জানি না, তাদের নেতৃত্ব কে দেবে।' আইপিএলের গত আসরে হায়দরাবাদকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এইডেন মার্করাম। এবার বিশ্বকাপজয়ী কামিন্স থাকায় নেতৃত্বে বদল আসতে পারে মনে করছেন কেউ কেউ।

মুডির মতে, বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল ও ফাইনালে সেরা হওয়া হেডকে ওপেনার হিসেবেই খেলাবে হায়দরাবাদ। বাঁহাতি এ ব্যাটসম্যানকে পেয়ে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি কতটা খুশি, স্টার স্পোর্টসে সেটা তুলে ধরেছেন মুডি, 'আমি মুত্তিয়া মুরালিধরনকে (বোলিং কোচ) নিলামের সময় বলতে শুনেছি যে তারা ট্রাভিস হেডকে নিয়ে রোমাঞ্চিত। কারণ, ওকে তারা ওপেনার হিসেবে চেয়েছে।'

হাবড়া পৌরসভার উদ্যোগে পৌর স্পোর্টস

এম মেহেদী সানি ● হাবড়া

আপনজন: হাবড়া পৌরসভার উদ্যোগে হাবড়া খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হল হাবড়া পৌর স্পোর্টস। বৃহস্পতিবার ওই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন হাবড়া পৌরসভার পৌরপ্রধান নারায়ণ চন্দ্র সাহা। হাবড়া পৌর স্পোর্টস ইনচার্জ জানান, 'অনূর্ধ্ব ১৪ এবং অনূর্ধ্ব ১৮ দুটি বিভাগে ২৪ টি ইভেন্টে পৌর এলাকার প্রায় ২০টি স্কুল থেকে ১৪৮ জন প্রতিযোগী প্রতিযোগিনী অংশগ্রহণ করে।' পাশাপাশি পৌর কর্মচারী এবং কাউন্সিলরদের জন্যও ছিল দুটি ইভেন্ট।

পুরুষদের জন্য শর্টপাট এবং মেয়েদের জন্য মিউজিক্যাল চেয়ার। প্রতিযোগিতার আয়োজন করে পৌরসভা কর্তৃপক্ষ।

e-Tender

Notice Inviting e-Tender

Under designated has invite e-tender for (01) nos scheme under 15th FC Tide Details are available at https://wbtenders.gov.in

Prodhan
Kaijuri Gram Panchayat
Swarupnagar Development Office,
Swarupnagar, North 24 Parganas

বাস দুর্ঘটনা কেড়ে নিল গোলরক্ষক ও সহকারী কোচের প্রাণ

আপনজ ডেস্ক: মর্মান্তিক দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে আলজেরিয়ার শীর্ষ স্থানীয় ক্লাব আল বায়াদ।

গতকালকের দুর্ঘটনার কবলে পরে মারা গেছেন দলটির গোলরক্ষক জাকারিয়া বোজিয়ানি এবং সহকারী কোচ খালিদ মুফতাহ। এই ঘটনায় এই সপ্তাহের সকল ম্যাচ স্থগিত রেখেছে দেশটির ফুটবল ফেডারেশন।

লিগের ম্যাচ খেলতে উত্তর আলজেরিয়ার ক্লাব জেএসকে কাবিলির মাঠে যাচ্ছিল আল বায়াদ।

যাওয়ার পথেই এই দুর্ঘটনা ঘটে। দুইজনের মৃত্যু হলেও বাকিরা আহত হন। তবে তারা সুস্থ আছেন বলে জানা গেছে।

এক বিবৃতিতে আলজেরিয়ান ফুটবল ফেডারেশন জানিয়েছে,'এই বেদনাদায়ক ট্র্যাজেডির কারণে আলজেরিয়ান ফুটবল ফেডারেশন সারা দেশে এই সপ্তাহের সবধরনের ফুটবল কার্যক্রম স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।'

আল বায়াদের দ্বিতীয় পছন্দের গোলরক্ষক জাকারিয়া বোজিয়ানি। এই মৌসুমে দুইটি ম্যাচ খেলেছেন তিনি। আলজেরিয়ান লিগ ওয়ানে ষষ্ঠ স্থানে আল বায়াদ। ১০ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ১৫।

ফিলিস্তিনিদের সমর্থনে কালো আর্মব্যান্ড পরায় আইসিসির শাস্তির মুখে খাজা

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তানের বিপক্ষে পার্থ টেস্টে ফিলিস্তিনিদের সমর্থনে কালো আর্মব্যান্ড পরার কারণে অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যানকে প্লেয়িং কন্ডিশন ভঙ্গের দায়ে অভিযুক্ত করেছে আইসিসি।

ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা এখন পর্যন্ত এ ব্যাপারে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু না জানালেও অস্ট্রেলিয়ান সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, খাজার বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ গঠন করেছে আইসিসি, যার ন্যূনতম শাস্তি ভর্ৎসনা।

অস্ট্রেলিয়ান সংবাদমাধ্যমগুলো বলছে, খাজা কালো আর্মব্যান্ড পরার ক্ষেত্রে আইসিসির অনুমতি নেননি। সেটিকেই প্লেয়িং কন্ডিশন ভঙ্গ বলে জানিয়েছে আইসিসি। সংস্থাটির একজন মুখপাত্র বলেছেন, 'উসমান খাজা আইসিসির প্লেয়িং কন্ডিশনের পোশাক ও সরঞ্জাম নিয়মের "এফ" ধারা ভঙ্গ করেছেন বলে অভিযোগ এসেছে।'

এরপর ওই মুখপাত্র যোগ করেন, 'পাকিস্তানের বিপক্ষে প্রথম টেস্টে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া ও আইসিসির পূর্বানুমতি ছাড়াই উসমান ব্যক্তিগত বার্তা প্রদর্শন করেছেন। এটি "অন্যান্য নিয়ম ভঙ্গের" আওতায় পড়ে, প্রথম অপরাধে যেটির শাস্তি ভর্ৎসনা।'

আইসিসির পোশাক ও সরঞ্জাম নিয়মে বলা আছে, 'খেলোয়াড় এবং দলীয় কর্মকর্তাদের পোশাক, সরঞ্জাম বা এমন কিছুতে ব্যক্তিগত বার্তা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে খেলোয়াড় ও বোর্ড এবং আইসিসির ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের পূর্বানুমোদন লাগবে। এমন বার্তা নির্দিষ্ট কোনো পোশাক বা অন্যান্য জিনিসের মাধ্যমে (যেমন আর্মব্যান্ড) অথবা শব্দ, প্রতীক, চিত্রলেখা, ছবি বা এমন যেকোনো কিছুর মাধ্যমে প্রদর্শন বা প্রদান করা হোক না কেন। রাজনৈতিক, ধর্মীয় অথবা বর্ণ-সম্পর্কিত কর্মকাণ্ডের কোনো বার্তা প্রদানের ক্ষেত্রে অনুমতি দেওয়া হবে না।'

অবশ্য এ ধারা ভঙ্গের সর্বোচ্চ শাস্তি পেলেও খাজার দ্বিতীয় টেস্টে খেলা নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না, এমসিজিতে যেটি শুরু হবে ২৬ ডিসেম্বর। তবে আইসিসির এমন অবস্থানের পর সে ম্যাচে খাজা কোন পথ অবলম্বন করেন, সেটিই দেখার বিষয় এখন।

পার্থ টেস্টের আগে অনুশীলনে নিজের জুতায় 'স্বাধীনতা একটি মানবাধিকার' এবং 'প্রতিটি জীবনের মূল্য সমান'—এমন স্লোগান লিখেছিলেন খাজা। তবে সেটি পরে টেস্ট খেলতে নামলে আইসিসির শাস্তির মুখোমুখি হবেন, এমন জানার পর কালো আর্মব্যান্ড পরে নেমেছিলেন খাজা। এর আগে আইসিসির সঙ্গে লড়াই করার ঘোষণাও দেন তিনি।

এক ভিডিও বার্তায় ৩৭ বছর বয়সী ব্যাটসম্যান বলেন, 'আইসিসি আমাকে বলেছে, তাদের নিয়ম অনুযায়ী আমি আমার জুতা পরতে পারব না। কারণ, এখানে রাজনৈতিক বিবৃতি আছে। আমি এমনটা বিশ্বাস করি না, এটা মানবিক আবেদন। তাদের মতামত ও সিদ্ধান্তকে আমি সম্মান করি, কিন্তু আমি এর বিরুদ্ধে লড়াই করব।'

এরপর সম্প্রচারক চ্যানেলে খাজা মনে করিয়ে দেন, 'আমি মনে করি, অতীতে এত কিছু ঘটেছে যে এখন তা নজির হয়ে গেছে। আমি ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটারের প্রতি পূর্ণ সমর্থনের কথা বলছি। এর আগে অনেকেই জুতায় বার্তা লিখেছে। অন্যদের বার্তায় ধর্মীয় ব্যাপার থাকলেও এবং যেটা আইসিসির নিয়ম অনুযায়ী কৌশলগতভাবে অনুমোদন দেওয়া হয় না, তারপরও কিন্তু আইসিসি এ বিষয়ে কিছু বলেনি। তারা আমার ব্যাপারে কঠোর হওয়ায় হতাশ হয়েছি। কিন্তু তারা সবার প্রতিই এত কঠোর হয় না। এটাই সম্ভবত সবচেয়ে হতাশার ব্যাপার।'

পার্থে প্রথম ইনিংসে ৪১ রানের পর দ্বিতীয় ইনিংসে ৯০ রান করেন বাঁহাতি এই উদ্বোধনী ব্যাটসম্যান।

নামবিভ্রাট নয়, আসল শশাঙ্ককেই নিয়েছে পাঞ্জাব

আপনজ ডেস্ক: তাহলে পাঞ্জাব কিংস ভুল শশাঙ্ক সিংকে কেনেনি! আইপিএলের ফ্র্যাঞ্চাইজি দল পাঞ্জাব কিংস এমনটাই জানিয়েছে। গতকাল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে ফ্র্যাঞ্চাইজিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তারা সঠিক শশাঙ্ককেই কিনেছে। পাঞ্জাবের এমন টুইটে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন ক্রিকেটার শশাঙ্ক। তিনিও টুইট করে পাঞ্জাবকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পাঞ্জাব কিংস জানিয়েছে, 'দলের পক্ষ থেকে পরিষ্কারভাবে জানানো হচ্ছে যে শশাঙ্ককে নেওয়ার লক্ষ্য আমাদের সব সময়ই ছিল। একটা জটিলতা তৈরি হয়েছিল তালিকায় দুই ক্রিকেটারের একই নাম হওয়ায়। শশাঙ্ককে দলে পেয়ে আমরা উচ্ছ্বসিত।' এই পোস্ট শেয়ার করে শশাঙ্ক লিখেছেন, 'সবই ঠিক আছে। আমার প্রতি ভরসা করার জন্য ধন্যবাদ।'

গত পরশু দুবাইয়ে ২০২৪ আইপিএলের নিলাম হয়েছে। ক্ষুদ্র পরিসরের এই নিলামে সন্ধ্যা ৭টা ৪৭ মিনিটে শশাঙ্ক সিংয়ের নাম ডাকা হয়। তিনি অবিক্রীত থেকে যান। ৩ মিনিট পরই আরও এক শশাঙ্ক সিংয়ের নাম ডাকা হয়। তাকে ভিত্তিমূল্য ২০ লাখ ভারতীয় রুপিতে দলে নেয় পাঞ্জাব। এরপর নিলাম পরিচালনার দায়িত্বে থাকা মল্লিকা সাগর তনয় থিয়াগারাজনের নাম ডাকেন। এই ভারতীয় ক্রিকেটারকেও কেনে পাঞ্জাব। তখনই পাঞ্জাবের টেবিলে আলোচনা শুরু হয়।

আদালতের রায় পেয়ে ১২ দলের সুপার লিগ এখন ৬৪ দলের

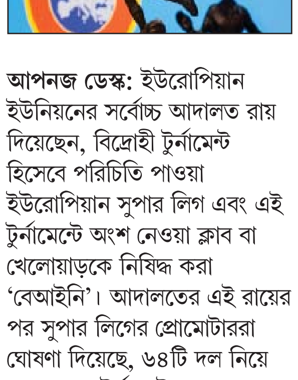

আপনজ ডেস্ক: ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত রায় দিয়েছেন, বিদ্রোহী টুর্নামেন্ট হিসেবে পরিচিতি পাওয়া ইউরোপিয়ান সুপার লিগ এবং এই টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়া ক্লাব বা খেলোয়াড়কে নিষিদ্ধ করা 'বেআইনি'। আদালতের এই রায়ের পর সুপার লিগের প্রোমোটাররা ঘোষণা দিয়েছে, ৬৪টি দল নিয়ে তারা নতুন টুর্নামেন্ট আয়োজন করার পরিকল্পনা করছে। এর আগে ১২ ক্লাব নিয়ে এই টুর্নামেন্ট আয়োজনের পরিকল্পনা ছিল তাদের। ২০২১ সালে প্রথম সুপার লিগ আয়োজনের চেষ্টা করা হয়েছিল। সেবার ব্যর্থ হওয়ার পর ২০২২ সালের শেষের দিকে এ২২ স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়। এই প্রতিষ্ঠানই মূলত সুপার লিগের প্রোমোটার। সুপার লিগে খেলা দলগুলোর ক্ষেত্রে উত্তরণ আর অবনমনের নিয়ম থাকবে। আর ইউনিফাই নামে নতুন একটি স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মে খেলাগুলো বিনা মূল্য দেখানো হবে বলে জানিয়েছেন এ২২-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বার্নড রাইখার্ট। সুপার লিগ নিষিদ্ধ করা বেআইনি—আদালত এই রায় দেওয়ার পর রেইচার্ট এক ভিডিও বার্তায় বলেছেন, 'ফুটবল মুক্ত। উয়েফার একাধিপত্য থেকে মুক্ত। এখন নিষেধাজ্ঞার ভয় না করে সেরা পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়ন করা যাবে।' ৬৪টি দল তিনটি ভিন্ন স্তরের লিগে খেলবে। শীর্ষ লিগ, যেটার নাম দেওয়া হয়েছে স্টার লিগ, সেখানে দুই ভাগে ভাগ হয়ে ১৬টি দল খেলবে। দ্বিতীয় স্তরের গোল্ড লিগে একইভাবে দুই ভাগে ভাগ হয়ে খেলবে ১৬টি দল। আর তৃতীয় স্তরের ব্লু লিগে দল থাকবে ৩২টি।

এরা চারটি গ্রুপে ভাগ হয়ে খেলবে। রাইখার্ট বলেছেন, 'এখানে দলগুলো অংশ নেবে মাঠের পারফরম্যান্সের ওপর ভিত্তি করে। স্থায়ী কোনো সদস্য থাকবে না আর ক্লাবগুলো ঘরোয়া লিগেও খেলবে।'

আইপিএলের নিলামের পর দিল্লি ক্যাপিটালসের কোচ রিকি পন্টিংয়ের সঙ্গে অধিনায়ক ঋষভ পন্ত, যিনি গাড়ি দুর্ঘটনায় আহত হয়ে সর্বশেষ আসরে খেলতে পারেননি

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**